भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA
वर्ग संख्या
Class No. 182CC
पुस्तक संख्या
Book No. 907·1
रा० पु० /N.L 38

रा० पु०-44
N. L.-44

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय
NATIONAL LIBRARY
कलकत्ता
CALCUTTA

अंतिम अंकित दिनांक वाले दिन यह पुस्तक पुस्तकालय से ली गई थी । दो सप्ताह से अधिक समय तक पुस्तक रखने पर प्रतिदिन 6 पैसे की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायगा ।

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 6 P. will be charged for each day the book is kept beyond two weeks.

GMGIP (Pub. Unit), Sant.—S7—4LNL/80—20-8-80—250,000.

[illegible] মধুসূদন দত্ত।

182 Cc 907.1

ইকেল মধুসূদন দত্তের

জীবন-চরিত।

প্রকাশিত কবিতা, পত্র ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা

সম্বলিত।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু বি, এ,

প্রণীত।

"বির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। ** কবিতা কবির কীর্ত্তি, তাহাত আমাদের াছে,—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত।

১৯০৭।

NATIONAL LIBRARY
No. ... 4326
DATE 8/10/09
CALCUTTA

22. SEP. 09

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section.

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার উৎসাহ, অনুরাগ ও সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে

এ গ্রন্থ রচিত হইত না,

এবং

পরলোকগত সুহৃদের প্রতি আজীবনব্যাপী অনুরাগের জন্য

যিনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র,

মধুসূদনের সেই চিরনিষ্ঠ, অকৃত্রিম সুহৃদ্

বাবু গৌরদাস বশাক মহাশয়কে

মধুসূদনের এই জীবন-চরিত

সমাদরে

উপহার অর্পিত হইল।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের
জীবন-চরিত।

—o(*)o—

অপ্রকাশিত কবিতা, পত্র ও গ্রন্থাবলীর
সমালোচনা সম্বলিত

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, প্রণীত।

টেক্‌ষ্টবুক কমিটী কর্ত্তৃক পুরস্কার প্রদানের ও
পুস্তকালয়ের জন্য অনুমোদিত।

পূর্ব্ব সংস্করণের অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মধুসূদনের লিখিত আরও কতকগুলি নূতন পত্র ও কবিতা এবং পূর্ব্ববারের চিত্রগুলি ভিন্ন তিনখানি নূতন হাফটোন চিত্র এবার ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রসম্পাদক ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।—

Amrita Bazzar Patrika.—The book before us is the first regular biography in the Bengali Language, and it may compare favourably with some of the best biographical works of the west.

Hindoo Patriot.—It is one of the first class biographical works that have yet made their appearance in our language.

Indian Daily News.—The wor' has supplied a desideratum in the Bengali Language and ought to be in every Bengali library, private or public.

Indian Mirror.—Like the subject of the memoir, Babu Jogindra Nath Bose has immortalised himself by being the writer of the first biography, properly so called, in the Bengali Language.

Indian Messenger.—The author's diction is chaste and elegant, his powers of narration are of a high order. The Book is altogether the best biography in the Bengali Language.

Bengalee.—It is a noble monument of the great poet. Every Bengali, every lover of his country and his country's literature, should provide himself with a copy of the Book.

University Magazine.—The biography is one of the best written in India. The style is beautifully simple and the spirit appreciative.

Englishman.—The work has been most carefully prepared and reflects great credit upon its author who has done an important service to Bengal and one of her great poets.

Statesman.—In the performance of his self-imposed task, which we can well believe was also a labour of love, the author has exhibited a conscienciousness which would have do credit to a *German Savant.*

সঞ্জীবনী—কি ভাব, কি চিন্তাশীলতা, কি পাণ্ডিত্য, কি মনোহারিত্ব, সর্ব্ব বিষয়েই ইহা বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-চরিত। যিনি এই পুস্তক পাঠ না করিবেন, তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটী উজ্জ্বল রত্নের পরিচয় পাইবেন না। তাঁহার বঙ্গ সাহিত্যের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বঙ্গবাসী—যোগীন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থের সমকক্ষতা করিতে পারে, এমন পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ করি, অন্য ভাষাতেও অতি অল্পই থাকিবার সম্ভাবনা। গ্রন্থখানি কেবল উপাদেয় এবং মনোহর হইয়াছে তাহা নহে, এ গ্রন্থ অনেক অংশেই বাস্তবিক অপূর্ব্ব হইয়াছে।

নব্যভারত—পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশবাসীর গৌরব হয়।

হিতবাদী—ইহা কেবল জীবন-চরিত নয়, একখানি উৎকৃষ্ট সমালোচনাগ্রন্থ এবং

কবির সময়ের একখানি উৎকৃষ্ট আলেখ্য। মাইকেলের সৌভাগ্য যে, তিনি যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় জীবন-চরিত লেখক পাইয়াছিলেন।

এডুকেশন গেজেট—কি দেশীয়, কি বিদেশীয় ভাষায় লিখিত দেশীয় লোকের এরূপ প্রামাণিক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী এ যাবৎ একখানিও সঙ্কলিত হয় নাই।

বামাবোধিনী—আমরা গ্রন্থকারের অসামান্য লিপিনৈপুণ্য, গভীর গবেষণা, অপক্ষপাত সমালোচনা, দুর্নীতি দমনের ও সুনীতি সংস্থাপনের প্রয়াস, কোন্ গুণের অধিক প্রশংসা করিব বলিতে পারি না।

পূর্ণিমা—এরূপ সুন্দর, সুলিখিত জীবন-চরিত অদ্যাবধি বঙ্গ ভাষায় প্রণীত হওয়া দৃষ্ট হয় না। গুণ গৌরবে ইহা টমস্ মুর কৃত লর্ড বাইরণের জীবন-চরিতের সমতুল্য।

জন্মভূমি—প্রকৃত যাহা হৃদয়ের ইতিহাস তাহাকেই আমরা জীবনী বলি। যোগীন্দ্র বাবু যে কবিবরের স্থূল জীবনীর সহিত সেই হৃদয়ের ইতিহাস বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাই আমাদের প্রধান আনন্দের বিষয়। যোগীন্দ্র বাবুর নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সমালোচনা, বিচারনৈপুণ্য ও উদ্ভাবনী শক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, অনেক দিন এরূপ তৃপ্তিলাভ ভাগ্যে ঘটে নাই। এরূপ গ্রন্থ দেশের গৌরব।

Rajnarayon Bose.—It is destined to be as immortal as the principal productions of the poet himself. I greatly rejoice at the appearance of such a work in the language.

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত বাঙ্গালায় আর কখনও বাহির হয় নাই। আপনি মধুসূদনের চরিত্রের দোষগুণ, প্রতিভা, অপ্রতিভা নিরপেক্ষ ভাবে অঙ্কিত করিয়া, পাঠকের নয়নের সম্মুখে মধুসূদনের একটি জীবিত আলেখ্য প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাতে আপনি কি শক্তি, কি শ্রমসহিষ্ণুতা, কি উদ্যম দেখাইয়াছেন, যিনি এই অপূর্ব্ব জীবন-চরিত পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদনের প্রসঙ্গে বঙ্গ কাব্য-সাহিত্যের এমন অন্তরদর্শী, কাব্য-রসজ্ঞ, নিরপেক্ষ সমালোচনা বঙ্গদর্শন-বান্ধব যুগের পর আর যে পড়িয়াছি, স্মরণ হয় না।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চরিত-বর্ণনের গ্রন্থ রচনায় কোন ব্যক্তি কোন ভাষায় আপনার অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ—আপনার পুস্তক সর্ব্বাংশে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদিকে একখানি আদর্শ পুস্তক হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু—এমন প্রাণপণে, এরূপ সরল ও বিশুদ্ধ মনে, এদেশে এপর্য্যন্ত কেহ কাহারও জীবন-চরিত লেখে নাই। জীবন-চরিত-লেখকদিগের মধ্যে এমন ধর্ম্মভীরু, পক্ষপাতশূন্য ভক্ত বড়ই কম দেখিয়াছি।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী—কবিবর মধুসূদন যেমন কবিতারাজ্যে নব ভাব ও নব শক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি জীবন-চরিতের নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যে কীর্ত্তি স্থাপন করিলে।

মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র। ডাকমাশুল ও ভিপি খরচ ।/০ আনা। ৬০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনস্ কোম্পানির দোকানে ও কলিকাতার অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত-প্রণেতা

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, প্রণীত

তুকারাম চরিত।

তুকারাম মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভক্তিমান কবি। তাঁহার কবিতা মহারাষ্ট্রদেশের রাজভবন হইতে কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমাদরে পঠিত হইয়া থাকে। তুকারামের স্বার্থত্যাগ, বিনয়, সহিষ্ণুতা ও ভগবদ্ভক্তির কাহিনী পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত ও নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়। ভক্ত, ভগবৎ কৃপার অধিকারী হইলে, কিরূপে পৃথিবীর সকল ক্লেশ বিস্মৃত হন, এবং তাঁহার হৃদয় তখন কি অমৃত ধারায় অভিসিঞ্চিত হয়, ইহা যিনি অবগত হইতে চান, তাঁহাকে তুকারাম চরিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শিশুর মাতার জন্য এবং সতীর পতির জন্য যে ব্যাকুলতা, তুকারামে, ভগবানের জন্য, সেই ব্যাকুলতা লক্ষি হইবে। তুকারামের সঙ্গে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর সাক্ষাৎ এবং তাঁহাদিগের পর ব্যবহার হইতে পাঠক ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, বাহুবলের সঙ্গে ধর্ম্মবল মিলিত হই ছিল বলিয়াই, মহারাষ্ট্রীয়গণ, এক সময়, তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন। তুকারামের অ গুলি উৎকৃষ্ট অভঙ্গ (কবিতা) এই গ্রন্থে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদিত হই তুকারামচরিত প্রত্যেক ধর্ম্মপিপাসু ও ধর্ম্মজীবনলাভেচ্ছু ব্যক্তির পঠনীয়।

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট সিটিবুক সোসাইটীতে এই পুস্তক পাওয়া যায়।

মূল্য দশ আনা মাত্র।

প্রস্তাবনা।

মেঘনাদবধ-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর এই বিংশতি বৎসর পরে তাঁহার জীবনচরিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পিত হইল। জীবনচরিত-রচনা-প্রথা আমাদিগের দেশে এখনও নূতন; কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে জীবনচরিত গ্রন্থ সাধারণের প্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা, তাহা এদেশে এখনও সম্পূর্ণ পরীক্ষিত হয় নাই। আমি আমার গ্রন্থে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তাহা উল্লেখ করিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনই যদিও আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি, সেই সঙ্গে, তাঁহার সমকালবর্ত্তী দেশ, কাল ও পাত্রগণের অবস্থাও আমি বর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল অনুকূল অথবা প্রতিকূল ঘটনায় মধুসূদনের জীবন সংগঠিত হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যের যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে শিক্ষায় এবং সংসর্গগুণে তাঁহার প্রকৃতিদত্ত বৃত্তিসমূহ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা যথাসাধ্য বর্ণন করিয়া আমি তাঁহার জীবনের বিকাশ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। কোন ব্যক্তিকে জানিতে হইলে তাঁহার নিজের কথায় তাঁহাকে যেরূপ জানিবার সম্ভাবনা, অপরের কথায় সেরূপ জানা সম্ভব নয় বলিয়া তাঁহার লিখিত নানা বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্র ইহাতে উদ্ধৃত করিয়াছি। গ্রন্থই গ্রন্থকারের জীবন; মধুসূদনের জীবনের ঘটনাবলী হইতে তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিবরণ বিযুক্ত করিলে তাহাতে আর কিছুই থাকে না। সেইজন্য তাঁহার গ্রন্থাবলীর মর্ম্ম ও সমালোচনাও ইহাতে প্রদান করিয়াছি। মধুসূদনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় ছিল না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে আমার নানাবিধ ভ্রম হওয়া সম্ভব। যাঁহারা তাঁহার সহিত সুপরিচিত ছিলেন,

মধুসূদনের প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এবং জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী জ্ঞাপনার্থ তাঁহাদিগের লিখিত মন্তব্যগুলি গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদান করিয়াছি। কিরূপ উপাদান হইতে আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছি, সেই সকল মন্তব্য হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। মধুসূদনের রচিত অনেক ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা, অপ্রকাশিত অবস্থায়, ক্রমশঃ, বিলুপ্ত হইতেছিল দেখিয়া তাহারও কতকগুলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভূত করিয়া দিয়াছি।

যে অবস্থায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। আমি ইহার সঙ্কলন এবং রচনা সম্বন্ধে অনেকের নিকট কৃতজ্ঞ। আমার প্রথম এবং প্রধান কৃতজ্ঞতা মধুসূদনের বাল্যের সহাধ্যায়ী এবং সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরদাস বশাক, শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু, এই তিন জনের নিকট। মধুসূদনের একখানি জীবনচরিত রচনা করাইবার জন্য, অনেক দিন হইতে, তাঁহাদিগের বাসনা ছিল এবং তজ্জন্য তাঁহারা কিছু কিছু উপাদানও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মধুসূদনের প্রতি আমার অনুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহারা আমাকে এ কার্য্যে নির্ব্বাচিত করেন। নানা বিষয়ে আমি তাঁহাদিগের তিন জনের, বিশেষতঃ বাবু গৌরদাস বশাক মহাশয়ের, নিকট যেরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, বর্ণনা দ্বারা তাহা অন্যের হৃদয়ঙ্গম করাইবার আমার শক্তি নাই। প্রধানতঃ, তাঁহারই বহুযত্নরক্ষিত উপাদান হইতে আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলনে সমর্থ হইয়াছি। বৃদ্ধ হইয়াও তিনি, আমার জন্য, তরুণের ন্যায় পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং, নিজের সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থব্যয় করিয়া, নানাস্থান হইতে আমার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। মধুসূদনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায়, সম্পদে, বিপদে, কুত্রাপি তিনি তাঁহার প্রিয়তম সুহৃদের সুখ, দুঃখে ঔদাসীন্য

প্রকাশ করেন নাই। যে দিন মধুসূদনের স্বদেশীয়গণ, স্বর্গীয় বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের গৃহে সম্মিলিত হইয়া, বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য, মধুসূদনকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সে দিন তিনি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন; আর যে দিন বঙ্গের শিক্ষিতমণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ, মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেদিনও তিনি, সেই শ্মশান-ভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া, অশ্রুতর্পণ করিয়াছিলেন। পরলোকগত সুহৃদের প্রতি তাঁহার ন্যায় চিরনিষ্ঠতা আমি আর কাহারও প্রকৃতিতে দর্শন করি নাই। তাঁহাকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া, আমি আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অতি অল্পমাত্রই ব্যক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি প্রার্থনা করি, টেনিসনের নামের সঙ্গে আর্থার হালামের নামের ন্যায়, মধুসূদনের নামের সঙ্গে তাঁহারও নাম চিরগ্রথিত থাকুক।

গৌরদাস বাবু, ভূদেব বাবু এবং রাজনারায়ণ বাবুর পরেই, শ্রীযুক্ত সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। মহারাজা সর্ব্বদাই নানা কার্য্যে ব্যাপৃত, কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, তিনি সহিষ্ণুতার সহিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অনেক স্থল শ্রবণ করিয়াছেন; নিজের লিখিত পত্রগুলির প্রুফ্ স্বয়ং সংশোধন করিয়াছেন এবং মধুসূদনের জীবনের একটী স্মরণীয় ঘটনা স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যখন যে বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তৎবিষয়ে, উপযুক্ত পরামর্শ দান করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রের ব্যয়ও তিনি নিজে প্রদান করিয়াছেন; আমি তাঁহার নিকট, এই সকলের জন্য, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

মহারাজার ন্যায় স্বর্গীয় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন ঘোষ, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদনের সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চন্দ্র, স্বর্গীয়

বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কুবিহারী দত্ত এবং শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি আরও অনেকের নিকট আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলন সম্বন্ধে উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বর্গীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, তাঁহাদিগের কুলক্রমাগত উদারতার সহিত আমার উদ্যমে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ ও সাহায্য দান করিয়াছেন। তিনি এবং স্বর্গীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পুত্র, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ, উভয়েই, স্ব স্ব ব্যয়ে তাঁহাদিগের পিতাঠাকুরদিগের চিত্র আমায় প্রদান করিয়াছেন। এই সকল চিত্র অঙ্কিত করাইতে তাঁহাদিগের যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছে। নৈহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, মধুসূদনের নিকট অবস্থান কালে, তাঁহার গ্রন্থের খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ অংশ সকল, কবির পবিত্র চিতাভস্মের ন্যায়, সযত্নে, সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি মধুসূদনের জীবন-চরিত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি শুনিয়া তিনি, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, সেগুলি আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহা হইতে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি। যদি এ গ্রন্থে প্রশংসাযোগ্য কিছু থাকে, তবে তাহা এইরূপ বহুজনের সমবেত সাহায্যের এবং উদ্যোগের ফলে। আমি ইঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট, এজন্য, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আমার সর্ব্বশেষ কৃতজ্ঞতা মধুসূদনের স্বদেশীয় এবং স্বপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট। গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভ হইতে আমি তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি। মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী, "কাব্য কুসুমাঞ্জলি" রচয়িত্রী, শ্রীমতী মানকুমারী এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে আমায় আন্তরিক সাহায্য করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় তাঁহারই প্রদত্ত উপকরণে রচিত। যে শোণিত মধুসূদনের

দেহে প্রবাহিত হইত, তাহা যেমন তাঁহার দেহে প্রবাহিত হইতেছে, তেমনই যে দেবদুর্লভ শক্তিতে মধুসূদন অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়া আমি উপকৃত এবং তাঁহার স্নেহে ও শ্রদ্ধায় আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি।

মধুসূদনের জন্মভূমি ও পৈত্রিক বাস-ভবন দর্শনের জন্য যে দিন আমি সাগরদাঁড়ীতে অবস্থান করি, সে দিনের স্মৃতি চিরদিন আমার হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে। মধুসূদনের পৈত্রিক বাসভবন এখনও বর্ত্তমান আছে। কালের করাল আক্রমণে সেই বিশাল অট্টালিকা ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। মধুসূদনের বংশীয়গণের আর সেই পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব সম্পদ্ নাই। যে গৃহে পিতামাতার ক্রোড়ে মধুসূদনের সুখের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে ধূলিসাৎ হইয়াছে। যে দেবীমণ্ডপে, উৎসব দিনে, উজ্জ্বল বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, বালক মধুসূদন বিজয়া-গীতি শ্রবণ করিতে করিতে অশ্রুপাত করিতেন, উৎসবানন্দ এক্ষণে সে মণ্ডপ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। পারাবত ও চর্ম্মচটিকা এক্ষণে সেখানে বিহার করিতেছে। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কেবল মধুসূদনের বাল্যের সেই প্রিয় নদী কপোতাক্ষীর পরিবর্ত্তন নাই। নির্ম্মল সলিলরাশি বহন করিয়া, এখনও তাহা, "দুগ্ধ-স্রোতের" ন্যায়, মৃদু কলকলধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে। কপোতাক্ষীর কূলের সেই দূরপ্রসারিত প্রান্তর, নিদাঘসন্ধ্যার সেই সুস্নিগ্ধ সমীরণ, অর্দ্ধস্ফুট সেই মধুর জ্যোৎস্নালোক, মধুসূদনের স্বদেশীয়গণের সেই কথোপকথন এবং সর্ব্বোপরি মেঘনাদবধরচয়িতার স্মৃতি, সম্মিলিত হইয়া, সে দিন হৃদয়ে যে ভাব মুদ্রিত করিয়াছিল, তাহা কোন দিন বিলুপ্ত হইবার নয়। মধুসূদনের স্বদেশীয়গণের একান্ত বাসনা, যে তাঁহার জন্মভূমিতে তাঁহার কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়। মধুসূদন অপর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহাদিগের বাসনা যে এত দিনে পূর্ণ হইত, তাহাতে সন্দেহ

নাই। বঙ্গসমাজ স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের সম্মান রক্ষা করিতে শিখিলে তাঁহাদিগের অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

মধুস্থদন যে প্রতিভা এবং যে বিদ্যা, বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি কতদূর তাহার গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছি, বলিতে পারি না। তবে যত্ন, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ে যাহা সম্ভব, আমি তাহার ক্রটী করি নাই। জীবন-চরিত গ্রন্থ প্রথম সংস্করণে ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। গ্রন্থের কোন কোন অংশ মুদ্রিত হইবার পরও নূতন নূতন উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং মুদ্রিত অংশ সম্বন্ধে দুই একটী ক্রটী লক্ষিত হইয়াছে। মধুস্থদনের সহিত যাঁহারা সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকে এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা এবং সাধারণ পাঠকবর্গ, যদি এই গ্রন্থের কোন স্থলে কোন ভ্রম বা অপূর্ণতা দর্শন করেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইব এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিব; বাঙ্গালা ভাষায় যে মেঘনাদবধরচয়িতার একখানি জীবনচরিত নাই, ইহা আমাদিগের একটী জাতীয় অভাব; নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়াও, সেই অভাব বিমোচনের জন্য, আমি একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, বঙ্গভাষানুরাগিগণ তাহার বিচার করিবেন।

বৈদ্যনাথ দেওঘর।
ভাদ্র, ১৩০০।

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন।

সম্বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব সংস্করণের কোন কোন স্থল এবার পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইলে মধুস্থদনের

অন্যতম সুহৃদ্ এবং বেলগাছিয়া থিয়েটারের শিক্ষাগুরু ও সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা, শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। তাঁহার নিকট মধুসূদনের লিখিত যে সমস্ত পত্র ছিল, তিনি আমাকে তাহা ব্যবহার করিবার জন্য প্রদান করেন এবং অষ্টম অধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটী ত্রুটী নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কিন্তু গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য তখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া, এবার তাঁহার প্রদত্ত পত্রগুলি যথাস্থলে সন্নিবেশ করিতে ও নির্দ্দিষ্ট ভ্রমগুলি সংশোধন করিতে পারিলাম না। কেশব বাবু মধুসূদনের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। তাঁহার প্রদত্ত উপকরণের এবং তাঁহার চিত্র সম্বন্ধে সাহায্যের জন্য, আমি কেশব বাবুর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

স্বর্গীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায়, মধুসূদনের প্রতিভার অন্যতম উৎসাহদাতা, মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়েরও চিত্র এবার প্রদত্ত হইল। এই চিত্র সম্বন্ধে সাহায্যের জন্য কালীপ্রসন্ন বাবুর শ্রদ্ধেয়া জননীর ও তাঁহার পুত্র শ্রীমান বিজয়চন্দ্র সিংহের নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ কার্য্যে আমি যাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, গতবারে, অনবধানতা বশতঃ, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সোম নামক একটী উৎসাহী যুবকের নামোল্লেখ করিতে না পারিয়া, আমি অপরাধী হইয়া আছি। তাঁহার এবং সাহিত্যের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের যত্নেই মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। আমি ইহাদের উভয়ের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি।

বৈদ্যনাথ দেওঘর।
ফাল্গুন, ১৩০১।

তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন।

তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধিত ও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইল। মধুসূদনের লিখিত অনেকগুলি নূতন পত্র ও পত্রাংশ এবার ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব দুই সংস্করণে যে সকল ভ্রম ও ত্রুটী ছিল, তাহা যথাসাধ্য দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রকাশিত চিত্রগুলির সঙ্গে মধুসূদনের শিক্ষক, প্রাচীন হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধনামা অধ্যাপক, কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসনের এবং মধুসূদনের প্রিয় নদী কপোতাক্ষীর এবং তাঁহার পৈত্রিক ভবনের চিত্রও এবার ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। শেষোক্ত চিত্র দুইখানি, আশানুরূপ সুন্দর না হইলেও, বিষয় বিবেচনায়, বঙ্গভাষানুরাগিগণের নিকট সমাদর লাভ করিবে, ভরসা করি।

পূর্ব্ব দুই সংস্করণে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্রখানি তাদৃশ সুন্দর ছিল না দেখিয়া স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী, স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দে মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, আমার পরম প্রীতিভাজন সুহৃদ, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দে, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, বর্ত্তমান সংস্করণে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্রখানি ইংলণ্ড হইতে নিজব্যয়ে ছাপাইয়া আনিয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহার যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে। একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগই তাঁহাকে একার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ সাহায্যের জন্য আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গ্রন্থখানি যাহাতে ভাষা, ভাব, মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ব্ব দুই সংস্করণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছি। আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে বিবেচিত হইলে সুখী হইব। ইতি—

কলিকাতা
পৌষ, ১৩১২

চতুর্থ সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন।

মধুসূদনের জীবন-চরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবার কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই,—তৃতীয় সংস্করণই অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ যে গ্রন্থ খানিকে সমাদরযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি

গ্রন্থকার।

ভাদ্র
১৩১৪

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়—	বাল্যজীবন [১৮২৪ হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ]	১—২৬ পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় অধ্যায়—	মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব্বে হিন্দুকলেজের এবং বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা	২৭—৪৬ পৃষ্ঠা
তৃতীয় অধ্যায়—	হিন্দু কলেজ—শিক্ষাবস্থা [১৮৩৭—১৮৪১]	৪৭—৭৫ পৃষ্ঠা
চতুর্থ অধ্যায়—	শিক্ষাবস্থা—কবিতারচনার অভ্যাস [১৮৪১—১৮৪২]	৭৬—১১৫ পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায়—	খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ও বিশপ্স কলেজে অধ্যয়ন [১৮৪৩—১৮৪৭]	১১৬—১৩৮ পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়—	মান্দ্রাজ প্রবাস [১৮৪৮—১৮৫৬]	১৩৯—১৮৫ পৃষ্ঠা
সপ্তম অধ্যায়—	মান্দ্রাজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—তাৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা	১৮৬—২০৬ পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায়—	বেলগাছিয়া থিয়েটার—রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ [১৮৫৭—১৮৫৮]	২০৭—২২৬ পৃষ্ঠা
নবম অধ্যায়—	প্রাচ্য কবিদিগের প্রভাব কাল—শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী রচনা [১৮৫৮—১৮৫৯]	২২৭—২৫৬ পৃষ্ঠা
দশম অধ্যায়—	প্রাচ্য কবিগণের প্রভাব কাল—বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন —তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। [১৮৬০]	২৫৭—২৯৭ পৃষ্ঠা
একাদশ অধ্যায়—	প্রহসন রচনা—একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া [১৮৫৯—১৮৬০]	২৯৮—৩৩৩ পৃষ্ঠা
দ্বাদশ অধ্যায়—	পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাব কাল। মেঘনাদবধ কাব্য [১৮৬১]	৩৩৪—৪২৫ পৃষ্ঠা
ত্রয়োদশ অধ্যায়—	ব্রজাঙ্গনা-কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক [১৮৬১]	৪২৬—৪৯৪ পৃষ্ঠা
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—	বীরাঙ্গনা কাব্য [১৮৬২]	৪৯৫—৫২৯ পৃষ্ঠা
পঞ্চদশ অধ্যায়—	য়ুরোপ প্রবাস—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। [১৮৬৩—১৮৬৭]	৫৩০—৫৯০ পৃষ্ঠা
ষোড়শ অধ্যায়—	শেষজীবন—ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়, হেক্টরবধ ও মায়াকানন [১৮৬৮—১৮৭৩]	৫৯১—৬২০ পৃষ্ঠা
উপসংহার—...	... ...	৬২১—৬৩৮ পৃষ্ঠা

পরিশিষ্টের সূচীপত্র।

বাবু গৌরদাস বশাক মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য।	৬৩৯ পৃষ্ঠা
„ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য।	৬৫৬ „
„ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য।	৬৬১ „
মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য।	৬৬৩ „
রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য।	৬৬৫ „
বাবু ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য।	৬৬৬ „
„ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য।	৬৭২ „
„ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য।	৬৭৫ „

চিত্র সূচী।

১।	সাগরদাঁড়ীস্থ মধুসূদনের পৈত্রিক ভবন	প্রারম্ভ পত্র।
২।	মধুসূদন দত্ত	১ পৃষ্ঠা
৩।	কপোতাক্ষীর ও সাগরদাঁড়ীর দৃশ্য	২০ „
৪।	বাবু গৌরদাস বশাক	৫৮ „
৫।	কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন	৭৬ „
৬।	বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় C. I. E.	১৭৪ „
৭।	রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ	২০৬ „
৮।	রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ	২২৬ „
৯।	মহারাজা সার যতীন্দ্র:মাহন ঠাকুর K. C S. I.	২৫৬ „
১০।	বাবু রাজনারায়ণ বসু	৩০৯ „
১১।	বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ	৪২২ „
১২।	বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৪৫৪ „
১৩।	মধুসূদনের হস্তলিপির প্রতিরূপ	৫২৯ „
১৪।	পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৫৩৭ „
১৫।	মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভ	৬৩৮ „

বিষয় নিরূপণ।

প্রথম অধ্যায়।

বাল্য জীবন।

[১৮২৪—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ]

সূচনা—জন্মভূমি—পিতৃপুরুষগণ ও তাঁহাদের আদি বাসস্থান—পিতা ও পিতৃব্যগণ—বংশ বিবরণ—কুল ক্রমাগত দোষ গুণ—পিতার ও পিতৃব্যের প্রকৃতি—পিতার দোষগুণ—মাতা ও বিমাতাগণ—জন্ম-বৎসর—বাল্য-কথা—মাতার প্রকৃতি—বাল্যস্বভাব—বিদ্যারম্ভ—উচ্চাভিলাষ ও বিদ্যানুরাগ—কাব্যানুরক্তি—রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে অনুরাগ—রামায়ণ, মহাভারত পাঠের ফল—শৈশব-শিক্ষা—সঙ্গীতপ্রিয়তা—জন্মভূমির সৌন্দর্য্য—জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ—শৈশব-শিক্ষার ফল—সাধারণ প্রকৃতি—শিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন। ১—২৬ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব্বে হিন্দুকলেজের
এবং
বঙ্গের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা।

হিন্দু কলেজ—মধুসূদনের কাব্যের দোষ—দোষের কারণ—বিপ্লব কাল—ডিরোজিওর প্রদত্ত শিক্ষার ফল—ডিরোজিওর প্রদত্ত শিক্ষার গুণ—ডিরোজিওর ছাত্রগণ—ডিরোজিওর শিক্ষার বিশেষত্ব—ডিরোজিওর প্রদত্ত শিক্ষার দোষ—ডিরোজিওর ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা—ডিরোজিওর শিক্ষার সমকালীন ঘটনাবলী—ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের ফল—বিপ্লবকালের উপকারিতা—ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভ্রম—বঙ্গভাষার উপর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব—মধুসূদনের সম্বন্ধে হিন্দু কলেজীয় শিক্ষার ফল—জাতীয় ভাব ও সাহেবিয়ানা—সাংসারিক ও সাহিত্যিক জীবনে সাদৃশ্য ২৭—৪৬ পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়।

হিন্দু কলেজ—শিক্ষাবস্থা।

[১৮৩৭—১৮৪০ খৃষ্টাব্দ]

হিন্দুকলেজ ও তাহার শিক্ষকগণ—কলেজীয় শিক্ষা ও গৌরব লাভ—সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্ত্তী ছাত্রগণ—শিক্ষাবিবরণ—গণিত ও সাহিত্য—ইংরাজী রচনার অভ্যাস—প্রেমপ্রবণতা—বাল্য বন্ধুগণ—ছাত্রাবস্থায় লিখিত পত্র—বায়রণ ও মধুসূদন—আত্মসংযমের ও সুনীতির অভাব—কদাচার ও কদভ্যাস—গৃহে ও বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষার অভাব—বায়রণকে আদর্শ করিবার ফল। ৪৭—৭৫ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়।

শিক্ষাবস্থা—কবিতা রচনার অভ্যাস।

[১৮৪১—১৮৪২ খৃষ্টাব্দ]

হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা ও রিচার্ডসন—ডিরোজিওর ও রিচার্ডসনের প্রদত্ত শিক্ষার পার্থক্য—উভয় প্রকার শিক্ষার বিভিন্ন ফল—রিচার্ডসনকে অনুকরণেচ্ছা—বায়রণ, স্কট, মুর এবং ডিরোজিওর প্রভাব—কবিতাক্রীড়া—প্রথম বাঙ্গালা কবিতা—বাঙ্গালা ভাষার তাৎকালীন অবস্থা—ইংরাজী রচনায় উৎসাহ লাভ—স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ—নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস—ইংলণ্ড গমনের জন্য আকাঙ্ক্ষা—অন্তর্নিহিত স্বদেশানুরাগ—হিন্দু কলেজীয় শিক্ষার নিষ্কর্ষ। ৭৬—১১৫ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ও বিশপ্স কলেজে অধ্যয়ন।

[১৮৪৩—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ]

মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের কারণ—হিন্দু কলেজীয় শিক্ষায় খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিকূলতা—খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে হেয়ার ও রিচার্ডসন—অপ্রীতিকর বিবাহের প্রস্তাব—মনোনীতা পত্নী লাভের ও ইংলণ্ড গমনের আশা—পিতৃগৃহত্যাগ ও কেল্লায় অবস্থান—খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ—

পিতামাতার ব্যবহার—বিশপস্ কলেজে প্রবেশ—খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের ফল,—ব্যবহারিক,—সামাজিক,—সাহিত্যিক—বিশপস্ কলেজে শিক্ষার ফল, ভাষা শিক্ষায় অনুরাগ—বিশপস্ কলেজে অবস্থান কালীন ব্যবহার—উচ্ছৃঙ্খলতা ও তজ্জনিত অশান্তি—মান্দ্রাজ গমন। ১১৬—১৩৮ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মান্দ্রাজ-প্রবাস।

[১৮৪৮—১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ]

মান্দ্রাজ-বাস-কালীন অবস্থা—সাহিত্য-সেবা—ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী রচনা—ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর বর্ণনীয় বিষয়—ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর ভাষা ও ভাব—ভিসনস্ অফ দি পাষ্ট ও তাহার অবলম্বিত বিষয়—সাংসারিক কথা, বিবাহ—পত্নীত্যাগ—গার্হস্থ্য অশান্তি—মান্দ্রাজে ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর সমাদর—কবির উল্লাস ও অবসাদ—কলিকাতায় ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর অনাদর—হরকরা পত্রিকায় বক্রোক্তি—ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডীর অনাদরে মধুসূদনের মনের ভাব—বেথুনের উপদেশ ও পত্র—স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনার তারতম্য—মধুসূদনের অধ্যয়নশীলতা—সাংসারিক অবস্থা—মান্দ্রাজত্যাগ। ১৩৯—১৮৫ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়।

মান্দ্রাজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—তাৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা।

স্বদেশে প্রত্যাগমন; পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন—মধুসূদনের নিজের পরিবর্ত্তন—সামাজিক পরিবর্ত্তন—বঙ্গীয় সাহিত্যের অবস্থা—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও অক্ষয় বাবুর চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি—হেয়ার স্মরণার্থ সভায় বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা—ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত ও সংবাদ প্রভাকর—তত্ত্ববোধিনী ও বিবিধার্থ সংগ্রহ—মাসিক পত্রিকা—ইংরাজী শিক্ষিত-গণের বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা—বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতি—বাঙ্গালা পদ্যের অভাব—অভাব পূরণার্থ মধুসূদনের আবির্ভাব—বাঙ্গালা কবিতার বিভিন্ন যুগ—মধুসূদনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা কবিতার অবস্থা—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—গুপ্ত কবির শিষ্যগণ—গুপ্ত কবির কবিতার বিশেষত্ব—

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মধুসূদন—কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর মধুসূদনের অবস্থা—নূতন পথে লক্ষ্য। ১৮৬—২০৬ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়।

বেলগাছিয়া নাট্যশালা—রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ।

[১৮৫৭—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ]

ইংরাজাধিকারে নাট্য শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার—সাঁ হ্নঁছিনাট্যশালাপ্রতিষ্ঠা—নবীনচন্দ্র বসুর বাটীতে বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনয়—হিন্দু কলেজে কাপ্তেন রিচার্ডসনের এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে হার্ম্মান জেফ্রয়ের প্রদত্ত শিক্ষার ফল—বাঙ্গালা নাটকের অভাবে ইংরাজী নাটকের অভিনয়—ওরিয়েন্টাল থিয়েটার—কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব, শকুন্তলা, বেণীসংহার এবং বিক্রমোর্ব্বশী নাটক অভিনয়—স্থায়ী নাট্যশালা সংস্থাপনের প্রস্তাব—বেলগাছিয়া নাট্যশালা—একতানবাদন সম্প্রদায় গঠন—রত্নাবলী নাটক—রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদ—রত্নাবলী অভিনয়—রত্নাবলী অভিনয়ের ফল—রত্নাবলীর ইংরাজী অনুবাদের প্রশংসা—মধুসূদনের গন্তব্য পথ প্রাপ্তি। ২০৭—২২৩ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়।

প্রাচ্য কবিদিগের প্রভাব কাল।

শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী রচনা।

[১৮৫৮—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ]

বাঙ্গালা নাটক রচনার সঙ্কল্প—প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশমহাশয়ের শর্ম্মিষ্ঠানাটক সম্বন্ধে উপেক্ষা—শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয়—শর্ম্মিষ্ঠার অবলম্বনীয় বিষয়—শর্ম্মিষ্ঠার দোষ—শর্ম্মিষ্ঠার গুণ—শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী—শর্ম্মিষ্ঠার ভাষা—শর্ম্মিষ্ঠার ও রত্নাবলীর সাদৃশ্য—শর্ম্মিষ্ঠা রচনা হইতে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ—পদ্মাবতী ও তাহার অবলম্বনীয় বিষয়—পদ্মাবতীর দোষগুণ—পদ্মাবতীর ভাষা। ২২৭—২৫৬ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়।

প্রাচ্য কবিগণের প্রভাব কাল—বাঙ্গালাভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন—তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য।

[১৮৬০ খৃষ্টাব্দ]

অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত কথোপকথন—তিলোত্তমা-সম্ভব রচনা—তিলোত্তমা সম্বন্ধে মধুসূদনের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী—তিলোত্তমা সম্ভবের বর্ণনীয় বিষয়—দৈত্য-প্রপীড়িত দেবরাজের হিমাচল শৃঙ্গে অবস্থিতি—শচীদেবীর আগমন—দেবদম্পতীর ব্রহ্মলোক গমন—দেবসভা—ইন্দ্রচরিত্র—যম—বায়ু—কার্ত্তিকেয়—কুবের—বরুণ—তিলোত্তমার উৎপত্তি—তিলোত্তমার উপসংহার—তিলোত্তমাসম্ভবের দোষগুণ—মধুসূদনের প্রথম রচিত গ্রন্থসমূহে প্রাচ্য কবিগণের প্রভাব—প্রতীচ্য কবিগণের প্রভাব—তিলোত্তমাসম্ভব সম্বন্ধে সাধারণের মতামত—তিলোত্তমা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মত—রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মত—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত। ২৫৭—২৯৭ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়।

প্রহসন রচনা।

একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।

[১৮৫৯—১৮৬০ খৃষ্টাব্দ]

সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থের আবশ্যকতা—একেই কি বলে সভ্যতার বর্ণনীয় বিষয়—বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া—মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়ের দোষ গুণ। ২৯৮—৩৩৩ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পাশ্চাত্য কবিগণের প্রভাবকাল।

মেঘনাদবধ কাব্য।

মেঘনাদবধ রচনা—মেঘনাদবধের অবলম্বনীয় বিষয়—কাব্যের সর্গ বিভাগ—রাক্ষস রাজের সভা—রাক্ষস রাজের লঙ্কাপুরী ও রণক্ষেত্র দর্শন—রাক্ষসরাজ ও চিত্রাঙ্গদা—চিত্রা-

ঙ্গদা চরিত্রের মৌলিকতা—রাক্ষস রাজের রণসজ্জা—বারুণী চরিত্র—মেঘনাদ ও প্রমীলা—বৃত্র ও রাক্ষসরাজ—মেঘনাদের অভিষেক—হরপার্ব্বতী, জুপিটর ও জুনো—কুমার সম্ভবের উচ্চ আদর্শ—মেঘনাদবধে কুমারসম্ভবের আদর্শ হইতে বিচ্যুতি—রাক্ষসদিগের সম্বন্ধে মহর্ষির ও মধুসূদনের ভিন্ন আদর্শ—প্রমীলা-চরিত্র—প্রমীলার রণসজ্জা ও লঙ্কা প্রবেশ—প্রমীলার বিশেষত্ব—প্রমীলা-চরিত্রের উৎপত্তি—কাশীরামদাসের প্রমীলা—প্রমীলা-চরিত্রের সার্থকতা—মেঘনাদবধের প্রধান দোষ—সীতাচরিত্র—সীতাদেবীর দণ্ডকাবাস—মধুসূদনের সীতাচরিত্রের বিশেষত্ব—লক্ষণের দেবীপূজা—মাতার ও পত্নীর নিকট মেঘনাদের বিদায় গ্রহণ—মেঘনাদের চরিত্র—লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ—যজ্ঞাগারস্থিত মেঘনাদ—লক্ষ্মণ চরিত্রের হীনতা—হীনতার কারণ—মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ প্রচার—বীরভদ্রের আগমন—রাক্ষস-রাজ ও মন্দোদরী—লক্ষ্মণ ও রাক্ষসরাজ—রামচন্দ্রের চরিত্রের হীনতা—ইলিয়াডের ও রামায়ণের ঘটনাবলীর সংমিশ্রণ—স্বর্গ ও নরক কল্পনার কারণ—মধুসূদনের কল্পিত স্বর্গ ও নরক—মেঘনাদবধ-কাব্যে করুণ রসের প্রাধান্য—মেঘনাদের প্রেতকৃত্য—রাক্ষস রাজের অদৃষ্ট চক্রের পরিবর্ত্তন—শ্মশানস্থিতা প্রমীলা—কাব্যের সার্থকতা—মেঘনাদের ও প্রমীলার স্বর্গারোহণ—কাব্য-সমাপ্তি—মেঘনাদবধ কাব্যের দোষগুণ—অনার্য্য-প্রীতি—মেঘনাদবধ কোন্ শ্রেণীর কাব্য—মেঘনাদবধের মৌলিকতা—মেঘনাদবধের ভাষা—মেঘনাদবধ কাব্যের সমাদর—কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অভিনন্দন। ৩৩৪—৪২৫ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক।

[১৮৬১ খৃষ্টাব্দ]

প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবিতায় পার্থক্য—ব্রজাঙ্গনায় মধুসূদনের আদর্শ—রাধিকার দিব্যোন্মাদ—রাধিকার প্রকৃতিগত মাধুর্য্য—রাধিকার অভিমান—ব্রজাঙ্গনায় বৈচিত্র্যের অভাব—ব্রজাঙ্গনার ভাষা—কৃষ্ণকুমারী নাটক—রিজিয়া-নাটক রচনার সঙ্কল্প—কৃষ্ণকুমারীর উৎপত্তি—কৃষ্ণকুমারীর অবলম্বনীয় বিষয়—কৃষ্ণকুমারীর অবস্থা—কৃষ্ণকুমারী—ভীমসিংহ—কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু—বিলাসবতী ও ধনদাস—বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনের নাটক সমূহের কার্য্য। ৪২৫—৪৯৪ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বীরাঙ্গনা কাব্য।

[১৮৬২ খৃষ্টাব্দ]

পারিবারিক কথা—আত্মবিলাপ—বীরাঙ্গনা-কাব্যে গম্ভীর ও কোমল ভাবের সম্মিলন—বীরাঙ্গনার আদর্শ—কাব্য বিভাগ—প্রেম পত্রিকা—প্রত্যাখ্যানপত্রিকা—প্রোষিত ভর্তৃকার পত্রিকা—অনুযোগ পত্রিকা—বীরাঙ্গনার দোষ—বীরাঙ্গনার ভাষা—সাংসারিক কথা—ইংলণ্ড যাত্রা। ৪৯৫—৫২৯ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

য়ুরোপ প্রবাস—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

[১৮৬২—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ]

ইংলণ্ড-গমন—ইংলণ্ডে উপস্থিতি ও গ্রেস ইন ব্যারিষ্টার সমাজে প্রবেশ—য়ুরোপ প্রবাস কালীন দুরবস্থা—ভাষাশিক্ষা—সীতাকাব্য—সুভদ্রাহরণ-কাব্য—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—প্রবাস-কাল সমাপ্তি। ৫৩০—৫৯০ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়।

শেষ জীবন—ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়, হেক্টর বধ ও মায়াকানন।

[১৮৬৭—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।]

য়ুরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়—সাহিত্যসেবা—নীতিমূলক কবিতা—হেক্টর বধ—অন্তিম জীবনের কথা—অর্থাভাব ও উদারতা—মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা—শারীরিক অবস্থা—পঞ্চকোটের রাজার অধীনে কার্য্য—সাংসারিক অবস্থা—মায়াকানন—পীড়িতাবস্থায় শেষ সাহায্য—উত্তর পাড়ায় বাস—পীড়া কালীন দুরবস্থা—আলিপুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে গমন—হেন্‌রিয়েটার মৃত্যু—মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত কথোপকথন—অন্তিম অপরাধ স্বীকার ও প্রার্থনা—পরলোক গমন। ৫৯১—৬২০ পৃষ্ঠা।

উপসংহার।

মধুসূদনের গ্রন্থের ও জীবনের সৌসাদৃশ্য—বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনের কার্য্য—মধুসূদনের প্রতিভার বিশেষত্ব—আকৃতি ও প্রকৃতি—ধর্ম্ম বিশ্বাস—মধুসূদনের জীবনের উপদেশ—মধুসূদনের পুত্র কন্যাগণের কথা—মধুসূদনের সম্বন্ধে তাঁহার স্বদেশীয়গণের কার্য্য—মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা। ৬২১—৬৩৮ পৃষ্ঠা।

182 cc 907-1 Bl 55
3.9.1908.

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

BENGAL LIBRARY 22 SEP 1908 WRITERS' BUILDINGS

প্রথম অধ্যায়।

বাল্যজীবন।

[১৮২৪—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ]

সূচনা—জন্মভূমি।

প্রতাপাদিত্যের জননী, প্রাচীন যশোহর-ভূমি, একদিন, বীরপ্রসবিনী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আধুনিক যশোহর প্রাচীন যশোহর হইতে বিভিন্ন। দেশ, কালের পরিবর্ত্তনে আধুনিক যশোহর সেই পূর্ব্ব গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার "যশোহর" নাম অদ্যাপি নিরর্থক হয় নাই। বিধাতা ইহাকে এক অভিনব সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। কবি-জননী বলিয়া ইহার, এখনও, বঙ্গের অনেক স্থানের উপর, স্পর্দ্ধা করিবার অধিকার আছে।* আধুনিক যশোহরের অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রাম

---

* প্রতাপাদিত্যের "যশোহর" এক্ষণে অরণ্যগর্ভে অবস্থিত। এইরূপ প্রবাদ আছে ঐশ্বর্য্যে ও বীর্য্যে গৌড়ের যশ হরণ করিয়াছিল বলিয়াই ইহা যশোহর নাম লাভ াছিল।

মেঘনাদবধ-রচয়িতা মধুসূদন দত্তের জন্মভূমি। সাগরদাঁড়ী, যশোহর নগর হইতে আটাশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রসন্নসলিলা কপোতাক্ষী ইহার তিনদিক বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সংসারে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যান, তাঁহাদিগের জনক, জননীর নামের সঙ্গে তাঁহাদিগের জন্মভূমির নামও অমরতা লাভ করে। ভক্ত-কবি জয়দেবের স্মৃতি কেন্দুবিল্ব ও অজয়কে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে; মধুসূদনের নামের সঙ্গে তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর এবং তাঁহার প্রিয়নদী কপোতাক্ষীর নামও বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের নিকট সমাদৃত হইবে।

পিতৃপুরুষগণ ও তাঁহাদের আদি বাসস্থান।

সাগরদাঁড়ী মধুসূদনের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি বাসস্থান নয়। তাঁহার প্রপিতামহ, রামকিশোর দত্ত, খুলনা জিলার অন্তর্গত তালাগ্রামে বাস করিতেন। রামকিশোরের তিন পুত্র; প্রথম রামনিধি, দ্বিতীয় দয়ারাম, এবং তৃতীয় মাণিকরাম। পিতৃবিয়োগের পর রামনিধি, কনিষ্ঠদিগকে সঙ্গে লইয়া, তালাগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক, সাগরদাঁড়ীতে মাতামহাশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। সাগরদাঁড়ী সেই সময় হইতে দত্তবংশীয়দিগের বাসস্থান হইয়াছে। রামনিধির চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাধামোহন, মধ্যম মদনমোহন, তৃতীয় দেবীপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ। মধুসূদন রাজনারায়ণের পুত্র।

পিতা ও পিতৃব্যগণ।

মধুসূদনের পিতা ও পিতৃব্যগণ সকলেই বুদ্ধিমান্, উপার্জ্জনক্ষম এবং স্বধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া, কর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। সে সময়ে যেরূপ বিদ্যার সমাদর ও প্রচলন ছিল, তাঁহারা কেহই তাহার উপার্জ্জনে ত্রুটী করেন নাই। দানশীলতা, সৌজন্য, এবং অতিথি, অভ্যাগতের সেবা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণের জন্য, সাগরদাঁড়ীস্থ দত্ত পরিবার, এখনও, তাঁহাদিগের স্বদেশী

সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন, ইঁহাদিগের চারি ভ্রাতার দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা তাঁহাদিগের পরিবারে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই সকল সদ্‌গুণের সঙ্গে তাঁহাদিগের চরিত্রে দুই একটা গুরুতর দোষও বর্ত্তমান ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও, বিশেষতঃ, মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণের, মিতব্যয়িতা ও ইন্দ্রিয়-সংযম সম্বন্ধে দৃষ্টি ছিল না।

বংশ-বিবরণ।

মধুসূদনের পিতামহ রামনিধি দত্তের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য রাধামোহন দত্ত হইতেই তাঁহাদিগের বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। রাধামোহন তৎকাল-সমাদৃত পারস্য-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; কিন্তু প্রথমাবস্থায়, অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে যত্ন প্রকাশ না করিয়া, পল্লীগ্রামস্থ, পরিশ্রম-কাতর অনেক যুবকের ন্যায়, আলস্যে ও ঔদাস্যে দিনপাত করিতেন। বৃদ্ধ রামনিধি, একদিন, এই জন্য, পুত্রকে কঠোর তিরস্কার করিলে রাধামোহন অভিমানে গৃহত্যাগ করেন, এবং "উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিলে আর গৃহে ফিরিব না," এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যশোহরে গমন করেন। তিনি যখন, যশোহরে কোন আত্মীয়ের আলয়ে অবস্থানপূর্ব্বক, বিষয় কর্ম্মের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়, একদিন, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পারস্য-ভাষায় লিখিত একখানি রিপোর্ট আসে। যে সকল ব্যক্তি, সে সময়ে, সাহেবের নিকট উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই তাহা পাঠ করিতে পারেন নাই। যুবক রাধামোহন, ঘটনাক্রমে, সে সময়, সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি, রিপোর্ট খানি চাহিয়া লইয়া, সুন্দররূপ পাঠ করাতে সাহেব, সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আপনার অধীনে একটী কর্ম্ম দিলেন। সেই হইতে দত্ত-বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। যুবক রাধামোহন, তীক্ষ্ণবুদ্ধিগুণে, অল্প দিনের মধ্যে, প্রভুর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইলেন এবং ক্রমে,

ক্রমে আদালতের সর্ব্বোচ্চপদ সেরেস্তাদারিতে উন্নীত হইলেন। রাধা-মোহনের উন্নতির সঙ্গে তাঁহার অপর ভ্রাতাগণেরও উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। তাঁহার মধ্যম মদনমোহন, প্রথমে, যশোহরের মীর-মুন্সী এবং পরে, কুমারখালির মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। তৃতীয় দেবীপ্রসাদ যশোহরের ও সর্ব্বকনিষ্ঠ রাজনারায়ণ কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হইলেন। চারি ভ্রাতাই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ ও দানাদিদ্বারা দত্তবংশ, এই সময় হইতে, যশোহর সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। *

কুলক্রমাগত দোষগুণ।

কুলক্রমাগত প্রকৃতি অনুসারে মধুসূদন মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে পারিতেন। ধূলিমুষ্টি ও অর্থ উভয়ের মধ্যে তাঁহার নিকট অধিক ইতরবিশেষ ছিল না। এই ব্যয়শীলতার ন্যায় কবিশক্তিও তিনি, কিয়ৎপরিমাণে, পিতৃপুরুষগণের প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার পিতৃমাতৃবংশীয়-গণের মধ্যে প্রকৃত কবি নামের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি, কখনও, জন্মগ্রহ করেন নাই, তথাপি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই কবিতানুরাগী ছিলেন, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, তাঁহার খুল্লপিতামহ, মাণিকরাম দত্ত, পারস্য-ভাষায় অতি সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মাণিকরাম কোন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মুসলমানের অধীনে কর্ম্ম করিতেন এবং প্রতিদিন প্রভুকে পারস্য-ভাষায় স্বরচিত এক একটী

---

* দত্তবংশের ব্যয়শীলতা সম্বন্ধে একটী বৃত্তান্ত নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। প্রথম চাকুরীর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য, রাধামোহন দত্ত, পুত্রের কল্যাণোদ্দেশে, ১০৮ কালী দেবীর পূজা করেন। তাহাতে ১০৮টী মহিষ, ১০৮টী মেষ, এবং ১০৮টা ছাগ এক সঙ্গে বলি প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং ১০৮টী স্বর্ণনির্ম্মিত জবাপুষ্প অঞ্জলি অর্পিত হইয়াছিল। সাগরদাঁড়ীর প্রাচীন ব্যক্তিগণ, এখনও, এই পূজার বিষয় সগৌরবে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সেই সকল কবিতা এরূপ সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহিণী হইত যে, মুসলমান জমীদারের তরুণবয়স্কা কুমারী, শুনিয়া, তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী এবং তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। মাণিকরামের প্রভু, কন্যার মনোগত ভাব অবগত হইয়া, মাণিকরামকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাণিকরাম কিছুতেই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি মুসলমান জমীদারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময় হইতে তাঁহার হৃদয়ের শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল এবং এই ঘটনার অল্প দিনের মধ্যে তিনি, সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ আকস্মিক বৈরাগ্যের জন্য কেহ, কেহ অনুমান করেন যে, প্রভু-কন্যার অনুরাগের প্রতিদান করিতে না পারিয়াই, মাণিকরাম, অশান্ত-হৃদয়ে, সাংসারিক সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন।*

পিতার ও পিতৃব্যের প্রকৃতি।

মধুসূদনের তৃতীয় পিতৃব্য, দেবীপ্রসাদ দত্তও, কিয়ৎপরিমাণে, কবিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। সামান্য, সামান্য অনেক কথা তিনি পদ্যে মিলাইয়া বলিতে পারিতেন। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, স্বয়ং কবিত্ববান্ না হইলেও, একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। কবিতা, সঙ্গীত, এবং শিল্প প্রভৃতি সুকুমার কলায় তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি একবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন। পুরাঙ্গনাদিগের মধ্যে যাহারা শিল্পকার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে

---

* আমার সম্মানভাজন সুহৃদ্ বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর নিকট দত্তবংশীয়দিগের পরিচিত কোন ব্যক্তি মাণিকরামের বৃত্তান্তটী অলীক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বঙ্গ-সাহিত্যে যশস্বিনী, শ্রীমতী মানকুমারী ইহা সমূলক বলায় আমি তাহা গ্রন্থবদ্ধ করিয়াছি।

পারিতেন, তিনি, তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য, অনেক সময়, পুরস্কার দান করিতেন। যে সৌন্দর্য্যোপাসনা মধুসূদনের চরিত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ ছিল, তাহা তিনি তাঁহার পিতৃ-প্রকৃতি হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

পিতার দোষ গুণ।

চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া রাজনারায়ণ দত্ত, জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগের বড়ই আদরের পাত্র ছিলেন, এবং সেই জন্য বাল্য হইতেই বিলাসিতায় ও ভোগ-সুখে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিলাসস্পৃহ ছিলেন বলিয়া তিনি, কখনও, বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী হন নাই। পারস্য-ভাষায় তাঁহার অতি সুন্দর ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং সেই জন্য তিনি পরে মুন্সী রাজনারায়ণ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধামোহনের ন্যায় তিনিও, অভিমানে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, আত্মোন্নতির আশায়, কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি-বলে, পরিণামে, সদর-দেওয়ানী-আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় প্রতিপত্তিশালী উকীল সদর-দেওয়ানী-আদালতে অতি অল্পই ছিলেন। অপর ভ্রাতাগণের ন্যায় তিনিও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং মুক্ত-হস্তে ব্যয় করিতেন। দানশীলতা তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষ লক্ষণ ছিল। যে সরস বাক্‌পটুতাগুণে মধুসূদন সকলকে মুগ্ধ ও পুলকিত করিতে পারিতেন, তিনি তাহা তাঁহার পিতারই নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুত্র, পিতার দোষগুণ উভয়েরই অধিকারী হইয়া থাকেন; মধুসূদনেও এ নিয়মের অন্যথা হয় নাই। পিতার বিদ্যানুরাগ, সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা, এবং বাক্‌পটুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত বিলাসিতা, অপরিমিতব্যয়িতা, আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি দোষও তিনি পিতার নিকট লাভ করিয়াছিলেন। আত্মসংযমেই যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, পিতা, পুত্র কাহারও সে জ্ঞান ছিল না।

মাতা ও বিমাতাগণ।

মধুসূদনের পিতার চারি বিবাহ। প্রথমা পত্নীর জীবদ্দশাতেই রাজনারায়ণ দত্ত আর তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন। মধুসূদন প্রথমার গর্ভসম্ভূত। তাঁহার পিতৃবংশের ন্যায় মাতৃবংশও, এক সময়ে, যশোহর সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ছিল। তাঁহার মাতা জাহ্নবীদাসী বর্ত্তমান খুল্না জিলার অন্তর্গত কাট্‌পাড়ার জমীদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা ছিলেন। মধুসূদনের বিমাতাগণের মধ্যে প্রথমার নাম শিবসুন্দরী, দ্বিতীয়ার নাম প্রসন্নময়ী, এবং তৃতীয়ার নাম হরকামিনী। মধুসূদনের জননী জাহ্নবীদাসী ও শিবসুন্দরী স্বামীর জীবদ্দশাতেই প্রাণত্যাগ করেন; অপর দুইজন বিধবাবস্থায় কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন।

জন্ম-বৎসর।

মধুসূদন বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ, ইংরাজী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারি, শনিবার জন্ম-গ্রহণ করেন। সেই বৎসর বঙ্গদেশের আরও একটী সুসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। মধুসূদন যেমন বঙ্গীয় কাব্য সম্বন্ধে এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন; তিনিও তেমনই বাঙ্গালীর সম্পাদিত সংবাদ-পত্র সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইনি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও যশস্বী সম্পাদক, স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বঙ্গভাষার কবিতায় ও বঙ্গীয় সংবাদপত্রে নবযুগ প্রবর্ত্তনের জন্য মধুসূদনের ও হরিশ্চন্দ্রের জন্ম বৎসর বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হইবে। *

---

* মধুসূদনের জন্ম-বৎসর সম্বন্ধে প্রায় সকলেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার সমাধিস্তম্ভেও তাঁহার জন্ম বৎসর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ, বাঙ্গালা সালের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করিলে, ইংরাজী অব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জানুয়ারি মাসে ইংরাজী নূতন বৎসর প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু বাঙ্গালা সাল তখনও আরম্ভ হয় না। সেই জন্য জানুয়ারি হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত গণনায় ৫৯৪ যোগ করা আবশ্যক। মধুসূদনের জন্মবৎসর বাঙ্গালা ১২৩০ সালের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ না করিয়া, যে ৫৯৪ যোগ করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা, বোধ হয়, সমাধিস্তম্ভপ্রতিষ্ঠাতৃগণের স্মরণ হয় নাই।

বাল্য কথা।

মধুস্থদন যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন দত্তবংশের বিশেষ সৌভাগ্যের অবস্থা; স্থতরাং তাঁহার জাত-কর্ম্মাদি অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং চারি ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠের পুত্র বলিয়া তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। তাঁহার জন্মগ্রহণের চারি বৎসরের মধ্যে প্রসন্নকুমার ও মহেন্দ্রনারায়ণ নামে তাঁহার আরও দুইটী ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। প্রসন্নকুমারের এক বৎসর ও মহেন্দ্রনারায়ণের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মৃত্যু হয়। মধুস্থদনের আর কোন ভ্রাতা, ভগ্নী হয় নাই। দুইটী ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে এবং অপর ভ্রাতা, ভগ্নীর অভাবে মধুস্থদন পিতা, মাতা, পিতৃব্য এবং অন্যান্য আত্মীয়গণের একান্ত স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। যেরূপ আদরে ও গৌরবে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, রাজপুত্রগণেরও, বোধ হয়, সেরূপ হয় না। * তাঁহার বাল্যের ভোগবিলাসের কথা অবগত হইলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অমিতব্যয়িতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য, তাঁহাকে দোষ দিতে প্রবৃত্তি হয় না। অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ গুরুজনেরা তাঁহাকে সকল কার্য্যেই প্রশ্রয় দান করিতেন। তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হইত, তিনি তখন তাহাই করিতেন; বিশেষ অন্যায় কার্য্য করিলেও কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতেন না। শৈশবে গুরুজনদিগের এইরূপ প্রশ্রয়দানের ফল এই হইয়াছিল যে, বাল্য হইতেই, মধুস্থদন স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন; এবং সেই জন্য উত্তরকালে যে কাজ তাঁহার ভাল বোধ হইত, সঙ্গতই হউক, আর অসঙ্গতই হউক, সহস্র নিবারণ সত্ত্বেও, তিনি তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না।

---

* কিরূপ আদরে তাঁহার বাল্যকাল অতীত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ দুই একটী গল্প প্রচলিত আছে। তিনি স্নানার্থ গমন করিলে, কি জানি যদি তাঁহার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয়, এই আশঙ্কায়, একবারে ৫।৭ টী চুল্লীতে অন্ন প্রস্তুত হইতে থাকিত। প্রত্যাগমন করিয়া যে চুল্লীর অন্ন সর্ব্বাপেক্ষা সুসিদ্ধ হইত, তিনি তাহা আহার করিতেন।

অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণের ন্যায় আত্মসংযমও, বাল্য হইতে শিক্ষা না করিলে, পরিণত বয়সে শিক্ষা করা দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, পিতামাতার ও আত্মীয়গণের অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ, মধুসূদন শৈশবে আত্মসংযম শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

মাতার প্রকৃতি।

সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণ মধুসূদন যেমন তাঁহার পিতৃ-প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক সরল, উদার মন ও প্রেম-প্রবণ, কোমল হৃদয় তিনি তেমনই তাঁহার মাতৃ-প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার ন্যায় স্নেহপরায়ণা ও পরদুঃখকাতরা রমণী, স্বভাব-কোমলা বঙ্গ-মহিলাদিগেরও মধ্যে, অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামীর ন্যায় তিনিও মুক্তহস্তে দান করিতেন এবং আমোদ, আহ্লাদে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। স্বামিসেবা তিনি পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, এবং কখনও কোন বিষয়ে স্বামীর প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইতেন না। তাঁহার জীবদ্দশাতে রাজনারায়ণ দত্ত যদিও আর তিনটী বিবাহ করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি কখনও স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই। মধুসূদন মান্দ্রাজে গমন করিলে রাজনারায়ণ দত্ত, পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া, তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন; "দেখ আমাদিগের পুত্রটী ত আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল, তোমার আর সন্তান হইবার আশা নাই, আমাদিগের জলপিণ্ডের উপায় কি হইবে?" জাহ্নবী দাসী, শুনিয়া, অম্লানমুখে বলিয়াছিলেন; "তুমি পুনরায় বিবাহ কর, তোমার মঙ্গলেই আমার মঙ্গল; যদি তোমার পুত্র জন্মে, তুমিও স্বর্গ-লাভের অধিকারী হইবে, আমিও হইব।" বহুপত্নীক হইলেও রাজনারায়ণ দত্ত, এই সকল কারণে, জাহ্নবী দাসীকেই সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, এবং সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তিনি, তাঁহারই অনুরোধে, মধুসূদনকে বহুদিন প্রচুর পরি-

মাণে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত, সাগরদাঁড়ীর বাটীতে থাকিঁয়া, দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। জাহ্নবীদাসী সে সময় কলিকাতায় ছিলেন। বিবাহের পর তিনি পত্নীকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; "আমি যে কুকার্য্য করিয়াছি, তাহা তুমি শুনিয়াছ; যদি ইহাতে আমার উপর অসন্তুষ্ট হও, তবে আমার জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। পৃথিবীতে দুইটী মাত্র লোকের নিকট আন্তরিক ভালবাসা পাওয়া যায়। এক জননী, অপর সহধর্ম্মিণী; আমার জননী স্বর্গে গিয়াছেন, কেবল তোমার জন্যই আমি সংসারাশ্রমে রহিয়াছি। যখন শুনিব, তোমার ভালবাসায় আমি বঞ্চিত হইয়াছি, তখনই এ সংসার ত্যাগ করিব * * * *। তোমার জন্য যে একটী সেবিকা আনা হইয়াছে, কাল তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে হইবে।" রাজনারায়ণ দত্ত, জাহ্নবীদাসীকে কিরূপ আদর করিতেন, তাহা তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীকে সেবিকা বলিয়া উল্লেখ করাতেই প্রমাণিত হইতেছে। বাস্তবিকও স্বামীর স্নেহের উপর জাহ্নবী দাসীর এরূপ একাধিপত্য ছিল যে, তাঁহার সপত্নীগণ তাঁহার নিকট সেবিকারই ন্যায় থাকিতেন। স্বামীর আদেশক্রমে তাঁহারা তাঁহাকে প্রভু-পত্নীর ন্যায় ভয় ও সম্মান করিতেন, এবং তিনি, অনুগ্রহপূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে যাহা কিছু বস্ত্রালঙ্কার দিতেন, তাহাতেই কৃতার্থ বোধ করিতেন। পত্নীর প্রতি এরূপ সমাদর ও অনুরাগ সত্ত্বেও রাজনারায়ণ দত্ত যে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে, বোধ হয়, অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। পত্নীসত্ত্বে পুনর্ব্বার বিবাহ যে দূষণীয়, সে কালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা মনে করিতেন না। বিশেষতঃ দত্তজ মহাশয়, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত, একান্ত বিলাসী ও ভোগসুখ-নিরত ছিলেন। মধুসূদন ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়াতে পিণ্ড-লোপের আশঙ্কাও তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবতঃ প্রবল হইয়াছিল। এই সকল কারণেই

তিনি, পত্নীসত্ত্বে, পুনর্ব্বার, একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন। জাহ্নবী দাসীর প্রতি অনাদর বা অনুরাগের অভাব তাঁহার বহুপত্নীকতার কারণ নহে।

আমরা বলিয়াছি, মধুসূদনের দুইটী সহোদর অতি শৈশবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মৃত্যুর পর মধুসূদনের আর কোন ভ্রাতা, ভগ্নী হয় নাই। সুতরাং মধুসূদন তাঁহার স্নেহপ্রবণ-হৃদয়া জননীর প্রকৃতই অঞ্চলের ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জাহ্নবী দাসী, সম্পূর্ণরূপ আত্মহারা হইয়াই, পুত্রকে ভালবাসিতেন এবং, এক দণ্ডেরও জন্য, তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। মধুসূদন পাঠশালায় যাইলে তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর, তিনি প্রকৃতই জীবন্মৃতা হইয়াছিলেন। সেই অবধি সাংসারিক কোন কার্য্যেই তাঁহার আসক্তি ছিল না; যতদিন জীবিত ছিলেন, পুত্রের চিন্তাতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় মধুসূদন মান্দ্রাজে ছিলেন। জন্মের মত পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন। মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তিনি কোন আত্মীয়াকে বলিয়াছিলেন;— "আমি জীবনে মরিয়া আছি; জলন্ত শোকের আগুনে আমাকে কয়লা করিয়া ফেলিয়াছে, আমি মরিয়াই বাঁচিব; কিন্তু আমার বাছা যে সাত সমুদ্রের পারে রহিয়াছে, তাহার মুখখানি না দেখিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।" মধুসূদনও যখন যাহাকে ভালবাসিতেন, এইরূপ প্রাণ, মন ঢালিয়া ভাল বাসিতেন। ভালবাসিবার এই প্রবৃত্তি এবং শক্তি তিনি মাতার প্রকৃতি হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

বাল্য স্বভাব।

বাল্যে মধুসূদন অতি অমায়িক-প্রকৃতি ছিলেন। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে একটু আত্মাভিমান থাকিলেও, ধনের ও সম্ভ্রমের গর্ব্ব তাঁহার প্রকৃতিতে কখনই ছিল না। যখন তিনি হিন্দু-কলেজে পাঠ করিতেন, তখন কলেজের

অনেক ছাত্র অপেক্ষাকৃত নীচ জাতীয় বালকদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু মধুসূদন, কখনও, কাহারও সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করিতেন না। বাল্যাবস্থায় দাস, দাসীদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পুরস্কারের জন্য হউক বা অন্য কোন প্রয়োজনেই হউক, তাহারা তাঁহাকেই আসিয়া অনুরোধ জানাইত। প্রতিবাসিগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে কোন দুঃখ জানাইলে তিনি, সাধ্যানুসারে, তাহা মোচন করিতে ত্রুটী করিতেন না। তিনি পিতা, মাতার আদরের ধন ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকিত না। পূর্ণ বয়সে, নানা বিষয়ে, মধুসূদনের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; কিন্তু শৈশবার্জ্জিত অমায়িকতা, সহৃদয়তা এবং পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

বিদ্যারম্ভ।

মধুসূদনের সাত বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা কলিকাতা সদর-দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি, খিদ্দিরপুরে, একটী বাটী ক্রয় করিয়া, সেখানে অবস্থান করিতেন; আর মধুসূদনের জননী, পুত্রকে লইয়া, সাগরদাঁড়ীর বাটীতে থাকিতেন। মধুসূদন, মাতার নিকট থাকিয়া, গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পৃথিবীতে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই শৈশবে তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্ব-লক্ষণ সূচিত হইয়াছিল। বালক নেপোলিয়নের এবং শিশু মিল্ অথবা মেকলে প্রভৃতির কথা অনেকেরই পরিচিত। আমাদিগের দেশেও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রবাদ আছে, বিজ্ঞানপ্রিয়, তীক্ষ্ণধী অক্ষয়কুমার দত্ত, পাঠশালায় ভূমিপরিমাণ শিখিবার সময়ে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; "পৃথিবী কত বড়? পৃথিবীর কি পরিমাণ করা যায় না?" অসাধারণ প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম বর্ণশিক্ষার দিনেই, সমস্ত বর্ণমালা অভ্যাস

করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয় যায়। ইঁহাদিগের ন্যায় বালক মধুসূদনেও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের দুই একটী পূর্ব্ব-লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। শিশু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় যদিও তিনি, তিন বৎসর বয়সের সময়ে, কোন কবিতা রচনা করেন নাই, * তথাপি অন্যান্য অনেক বিষয়ে আপনার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন। অধ্যয়নাসক্তি ও কাব্যানুরাগই মধুসূদনের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। বাল্য হইতেই এই দুইটী গুণ তাঁহার প্রকৃতিতে লক্ষিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ ধনিসন্তানদিগের, প্রায়ই, লেখাপড়ায় অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। তাহার উপর যে সকল বালক গুরুজনদিগের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হয়, তাহারা বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে একবারেই অমনোযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু মধুসূদন, ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান, এবং গুরুজনদিগের অত্যধিক আদরের পাত্র হইয়াও, কখনও লেখাপড়ায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। বর্ত্তমান সময়ের পাঠশালাসমূহ পূর্ব্বকালীন পাঠশালাসমূহ হইতে বিভিন্ন। সে সময়কার পাঠশালা সমূহের কথা শ্রবণ করিলে, অনেকেরই হৃৎকম্প জন্মিবে। বেণুদণ্ড ও বেত্রখণ্ড তখন ছাত্রপৃষ্ঠে অজস্রধারে বর্ষিত হইত। তস্করকেও যে দণ্ড দেওয়া এখন লোকে অনুচিত বিবেচনা করেন, ক্ষীরকণ্ঠ বালকদিগকেও তখনকার গুরুমহাশয়েরা সে দণ্ড দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের চিহ্ন শরীরের কোন না কোন অংশে ধারণ না করিয়া লেখা, পড়া শিখিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা তখন পল্লীগ্রামে বিরল ছিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও মধুসূদন পাঠশালায় যাইবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং সাধ্যানুসারে কখনও পাঠশালায় উপস্থিত থাকিতে ত্রুটী করিতেন না। প্রাতঃকালে পাঠশালার ছুটী হইলে, অন্যান্য বালকের

* প্রবাদ আছে যে, ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসর বয়সের সময় কবিতায় বলিয়াছিলেন,—
"রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকেতায় আছি।"

বরদার দয়াসম ? হাত বুলাইলে,
জননী, ব্যথিত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে ?
একথা তোমার কাছে অবিদিত নহে।" *।

সংসার-যন্ত্রণায় নিপীড়িত-হৃদয় যে বাগ্দেবীর "করপদ্মস্পর্শে" সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতে পারে, মধুসূদন আত্ম-জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

কাব্যানুরক্তি—রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে অনুরাগ।

মধুসূদন বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার ও অধ্যয়নের নিষ্কর্ষ, তাঁহার কাব্যানুরক্তি। নানাদেশীয় কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সমকক্ষ কোন ব্যক্তি, বঙ্গদেশে, বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনের অন্যান্য অনেক গুণের ন্যায় এই কাব্যানুরাগও তাঁহার জননীর প্রদত্ত শিক্ষা হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সময় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার বড় প্রচলন ছিল না। কিন্তু জাহ্নবীদাসী, তৎকালেও, লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্য সমূহ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, পঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি মুখে, মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মেধাবী মধুসূদন, আট দশ বৎসর বয়সের সময়ে, মাতাকে ও বাটীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্ত অনুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়াছেন, মনুষ্য মাতৃস্তনদুগ্ধের সঙ্গে যাহা শিক্ষা করে, জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। মধুসূদনের জীবনে একথা অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বহু ভাষায় এবং বহু গ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও, মাতৃ-

* মধুসূদনের অপ্রকাশিত কবিতা হইতে গৃহীত।

প্রদত্ত শিক্ষার ফলে, রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে মধুস্থদনের অনুরাগের কখনও খর্ব্বতা হয় নাই। পূর্ণ-বয়সে যখন সংস্কৃত, পারসীব, লাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসীস, জর্ম্মাণ এবং ইতালীয়ান পৃথিবীর এই আটটী প্রধান ভাষার রত্ন-ভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং যখন তিনি বাল্মীকি, হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তে প্রভৃতি মহাকবিদিগকে সুহৃদরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার শৈশবের সহচর, দরিদ্র কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কোন আত্মীয়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া, দেখেন, তিনি একখানি কাশীদাসী মহাভারত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। মধুস্থদন বেশভূষায় এবং আহার, ব্যবহারে সাহেবের ন্যায় থাকিতেন; সুতরাং তাঁহার আত্মীয় ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "একি, সাহেব লোকের হাতে মহাভারত ?"

মধুস্থদন হাসিয়া বলিলেন; "সাহেব আছি বলিয়া কি বইও পড়িতে দিবে না ? রামায়ণ, মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে, না পড়িয়া থাকিতে পারি না।"

মান্দ্রাজে অবস্থান কালে, যখন, চর্চ্চার অভাবে, তিনি বাঙ্গালাভাষা বিস্মৃত হইতেছিলেন, তখনও তিনি, কলিকাতা হইতে রামায়ণ ও মহাভার আনাইয়া, যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। কেবল রামায়ণ, মহাভারত নহে, বাঙ্গালা ভাষার অনেক প্রাচীন কাব্যই তিনি অতি সমাদরের সহিত পাঠ করিতেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয় কবিগণের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শিষ্টাচারের জন্য নয়; তাহা প্রকৃতই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার ও অনুরাগের ফল।

রাম[illegible] ও [illegible]রত পাঠের সহিত মধুস্থদনের ভবিষ্যৎ জীবনের [illegible] অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যে মহা-

রাম,

[illegible], শত শত বৎসর অবধি, হিন্দু নরনারী

দিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে, এবং সহস্র, সহস্র ভারতসন্তান যাহা হইতে আপন, আপন ভাবী মহত্ত্বের বীজ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা মধুসূদনেরও প্রকৃতিদত্ত প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাল্যে পুনঃ পুনঃ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া, তিনি তাঁহার কবিশক্তি-বিকাশের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আরও কত ভারতীয় কবি যে এরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। লোকের বিশ্বাস, কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে, অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত ভারত-সন্তানের পক্ষে সেই কল্পতরু। আমাদিগের জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে এই দুই গ্রন্থ যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, আর কোন দেশের কোন কাব্য সেরূপ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কত অনুতপ্ত হৃদয় ইহা হইতে শান্তি লাভ করিতেছে; কত শোকজীর্ণ প্রাণ ইহা হইতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেছে; কত স্বদেশবৎসল ইহা হইতে বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিতেছেন; এবং কত ভাবুক পুরুষ ইহা হইতে কবিশক্তি পরিপোষণের সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজা পরীক্ষিত ইহা হইতে ঘোর অনুতাপযন্ত্রণায় মুক্তি পাইয়াছিলেন; শিবাজী ইহা হইতে স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিয়াছিলেন; তুলসীদাস ইহা হইতে ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন; এবং সেই প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতের সহস্র, সহস্র কবি ইহা হইতে আপন, আপন কবিশক্তি পরিপোষণের উপযুক্ত উপাদান প্রাপ্ত হইতেছেন। মধুসূদনের প্রকৃতিদত্ত কবিশক্তি বিকাশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অনুকূলতা করিয়াছিল, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখের উপযুক্ত। কিন্তু এই রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ সম্বন্ধে বাল্মীকির ও বেদব্যাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসের ও কাশীদাসেরই নিকট মধুসূদন সমধিক ঋণী ছিলেন। মহর্ষিদ্বয়ের সৃষ্ট চরিত্র হইতে যদিও তিনি তাঁহার কাব্যসমূহের ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভাষাজ্ঞান,

বর্ণনানৈপুণ্য, এবং পুরাণান্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস হইতেই লব্ধ। মেঘনাদবধের ও বীরাঙ্গনার অনেক স্থলেই, সেই জন্য, ইহাদিগের প্রভাব লক্ষিত হইবে। মধুসূদনের গ্রন্থাবলী সমালোচনার সময়ে আমরা তাহা নির্দ্দেশ করিব।

শৈশব শিক্ষা।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর কারণ তাঁহার বাল্য-শিক্ষা। শৈশবে গ্রামস্থ পাঠশালায় তিনি যে শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তিনি পারসীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এবং বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ও শুনিতে পাওয়া যায়, ইংরাজীও অল্প, অল্প জানিতেন। ছাত্রদিগকে তিনি অনেক পারসীক ভাষার কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন, এবং তাঁহাদিগকে সেই সকল কবিতা কণ্ঠস্থ করিতে বলিতেন। তিনি নিজে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে কবিতানুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে মধুসূদন, অল্প বয়সে, অনেক পারসী কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, এবং সমবয়সীদিগকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নের সময়েও তিনি পারসী "গজল" গান করিয়া সঙ্গীদিগকে আমোদিত করিতেন।

সঙ্গীত-প্রিয়তা।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর একটী কারণ তাঁহার সঙ্গীত-প্রিয়তা। বাল্যকাল হইতে, কবিতার ন্যায়, গীতবাদ্যের দিকেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার পিতার ও পিতৃব্যগণের ন্যায় তিনিও, আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীত শুনিতে, শুনিতে গলদশ্রু হইতেন। অবস্থার কোনও রূপ পরিবর্ত্তনে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের হ্রাস হয় নাই। তাঁহার ব্যারিষ্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর, কোন ব্রাহ্মণ, একবার তাঁহার নিকট, একটী মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদনের

সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল এবং তিনি জানিতেন যে, ব্রাহ্মণ অতি সুন্দর "সখীসম্বাদ" * গান করিতে পারেন। মধুসূদন মোকদ্দমার কথা রাখিয়া, সখীসম্বাদ শুনিবার জন্য, ব্রাহ্মণকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট, ক্রমান্বয়ে, দশ পনরটী সখীসম্বাদ শুনিয়া, বিনা অর্থ গ্রহণে, তাঁহার মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ দান করিলেন।

জন্মভূমির সৌন্দর্য্য।

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিতে হইলে তাঁহার শৈশব-সম্বন্ধীয় যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক, আমরা একে, একে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার খুল্লপিতামহের কবিশক্তি, তাঁহার পিতার, পিতৃব্যের এবং জননীর কাব্যানুরাগ, তাঁহার শিক্ষকের কবিতা-প্রিয়তা এবং সেই সঙ্গে তাঁহার নিজের রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে এবং সঙ্গীত শ্রবণে প্রগাঢ় আসক্তি ইত্যাদি যে সকল উপাদানে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, আমরা ক্রমে, ক্রমে তাহার সকল গুলিরই উল্লেখ করিয়াছি। কেবল তাঁহার কপোতাক্ষী-সলিল-বিধৌতা গ্রাম্য-সৌন্দর্য্যপূর্ণা জন্মভূমির বিষয় উল্লেখ করি নাই। প্রকৃতি আপন নীরব ভাষায় যে শিক্ষা প্রদান করেন, পৃথিবীর কোন কাব্য বা কোন উপদেষ্টার উপদেশ হইতে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না। প্রকৃতির নিত্যনবীন মুখশ্রী যে, কত অপ্রেমিককে প্রেমিক ও কত অকবিকে কবি করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেইজন্য, মধুসূদনের শৈশবের অন্যান্য অনুকূল উপাদানের ন্যায়, তাঁহার জন্মভূমির কথারও উল্লেখ আবশ্যক। প্রকৃতির অতি সৌন্দর্য্যময় নিকেতনে মধুসূদনের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল।

---

* বিরহ-কাতরা শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণকে সখীদ্বারা প্রেরিত সম্বাদ "সখীসম্বাদ" নামে পরিচিত। ইহার কোন কোন সঙ্গীত অতি হৃদয়স্পর্শী। শিক্ষা ও রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইতেছে।

Gmp. 4326, dt. 8/10/09
RARE BOOK

তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী অতি সুকোমল গ্রাম্যশোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর, এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বঙ্গের পল্লী-গ্রামের সৌন্দর্য্য, তাহার কোনটীরই সেখানে অভাব নাই। নির্ম্মল-সলিলা কপোতাক্ষী, ইহার তিনদিক বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী, শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া, স্থানে স্থানে তাহার উপর অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, নদীর তট হইতে জলের রেখা পর্য্যন্ত, প্রসারিত রহিয়াছে। নগরের কৃত্রিমতার সঙ্গে সেখানকার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতি অতি সরল, গ্রাম্য মূর্ত্তিতে সেখানে বিরাজিতা। নদীজলে কুল-ললনাগণ স্নানাব-গাহন করিতেছেন; ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকারের তরণী সমূহ নদীবক্ষে গমনাগমন করিতেছে; কৃষকবনিতাগণ, কলসীকক্ষে, নদীতটে দণ্ডায়-মান হইয়া, একদৃষ্টিতে তাহাদিগের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; রাখাল-বালকগণ, পশুপাল ছাড়িয়া, ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে; দেখিলে, নগরের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া, সেই সরল, গ্রাম্য সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। কপোতাক্ষীর পশ্চিমদিকে দূরপ্রসারিত শ্যামল প্রান্তর। নদীর উভয় তটে বৃক্ষলতার অন্তরালে স্থানে স্থানে কৃষকদিগের কুটীর; মধ্যে মধ্যে দুই একটী প্রাচীন বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষ। উদ্যানজ তরুসমূহের ঘন-সন্নিবেশে গ্রামটী মধ্যাহ্নকালেও ছায়াপূর্ণ। মধুসূদনের কণ্ঠস্বর নীরব হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির বিহগগণের সঙ্গীতের বিরাম হয় নাই। পাপিয়ার গগনভেদী কণ্ঠস্বরে এখনও তাহা পূর্ব্বের ন্যায় দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কত অযত্ন-সম্ভূত তরুলতা, উদ্যানজ বৃক্ষরাজীর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, গ্রামটীকে আরণ্যশোভায় অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধুসূদনের পৈত্রিক বাসভবনের অদূরবর্ত্তী নদীতটে দণ্ডায়-মান হইয়া, একবার, জ্যোৎস্নালোকে, পাপিয়ার দিগন্তপ্লাবী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে, নিস্তব্ধ গ্রামটীর এবং ধীরবাহিনী কপোতাক্ষীর দিকে

দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, অতি নীরস হৃদয়ও ভাবে পরিপূর্ণ হয়; এবং গ্রামটীকে স্কটের ভাষায় "কবিপুত্রের উপযুক্ত ধাত্রী" "Meet nurse for a poetic child" বলিতে ইচ্ছা করে। নিদাঘের জ্যোৎস্নালোকে যিনি কপোতাক্ষীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন যে তাহাকে দুগ্ধস্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর মধুসূদন তাঁহার জীবনের অতি সামান্য অংশই সাগরদাঁড়ীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশের মনোহারিণী মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে চিরজাগরূক ছিল। বাল্যাবস্থায় কোথায় তিনি ক্রীড়া করিতেন, কোথায় বেড়াইতে ভালবাসিতেন, পূর্ণবয়সে তাহা তাঁহার সুস্পষ্টরূপ স্মরণ ছিল। সাগরদাঁড়ীর রাস্তাগুলি পাকা করিয়া বাঁধাইবেন, কপোতাক্ষীতে একটী অবতরণিকা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন এবং তাহার কূলে "মাইকেলোদ্যান" নামক একটী উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া, সেখানে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনের অন্যান্য সহস্র অভিলাষের ন্যায় ইহার কোনটীই পূর্ণ হয় নাই। বহুকাল প্রবাসের পর, একবার সাগরদাঁড়ীতে আসিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন, "এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না।" আর এক দিন কপোতাক্ষীর কূলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিয়াছিলেন, "কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পায়, সেও পরম সুখী।" সুদূর ফরাসী ভূমি হইতে তিনি "কপোতাক্ষ"কে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলেন;—

"সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্র-ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদদলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।"

জননী জন্মভূমির মোহিনীমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীরভাব অঙ্কিত করিয়াছিল, ইহা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। সেই জন্যই আমরা বলিয়াছি, মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিবার জন্য, তাঁহার শৈশব সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, তাঁহার জন্মভূমির কথারও উল্লেখ আবশ্যক।

শৈশবশিক্ষার ফল।

মধুসূদন জননী প্রকৃতির নিকট যে অনুকূলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শৈশবে তাহার কিরূপ ফল ফলিয়াছিল, এইবার তাহার আলোচনা করিব। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে, লোকের প্রতিভা-বিকাশের, দিন দিন, নূতন, নূতন সুযোগ উপস্থিত হইতেছে। এখন কত দ্বাদশবর্ষীয় বালকের লিখিত কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু মধুসূদনের সময়ে দেশের সে অবস্থা ছিল না। যতদিন তিনি দেশে থাকিয়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন, ততদিন তাঁহার পক্ষে কবিতা রচনা দ্বারা নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রদর্শন করিবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা অন্যরূপে প্রকাশিত হইত। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাল্যকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল এবং তিনি সঙ্গীত করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অভ্যস্ত গীতির দুই একটী চরণ ভুলিয়া গেলে, তিনি নিজে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। সময়ে, সময়ে দুই একটী গান রচনা করিয়া সঙ্গীদিগকে শুনাইতেন,

এবং শিক্ষকের নিকট যে সকল পারসী কবিতা অভ্যাস করিতেন, বাঙ্গালায় তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আরও একটী অভ্যাস ছিল। তিনি নিজে গল্প রচনা করিয়া সঙ্গীদিগকে শুনাইতেন। পাছে, তাঁহার রচনা বলিয়া বুঝিলে, সঙ্গীরা তাঁহার গল্প শুনিতে না চান, সেই জন্য তিনি, "ইহা অমুকের নিকট শুনিয়াছি," এইরূপ বলিতেন। এই সকল গল্প এত শীঘ্র ও সুন্দররূপে বলিতেন যে, তাঁহার সমবয়সীরা কিছুতেই তাহা তাঁহার নিজের রচনা বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। যে কল্পনা একদিন মেঘনাদ ও বীরাঙ্গনা প্রসব করিয়াছিল, এবং "যাহা অক্লান্তপক্ষ বিহগের ন্যায় স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল কোথাও বিচরণ করিতে ত্রুটি করে নাই" * শৈশবে তাহা এইরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সাধারণ প্রকৃতি।

মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবন বুঝিবার জন্য তাঁহার শৈশব সম্বন্ধীয় যাহা কিছু বলিবার আবশ্যক, আমরা তাহার সকল গুলিরই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সাধারণ প্রকৃতি বুঝিবার জন্য এই সময়ের একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। পূর্ণ-বয়সে মধুসূদন দারুণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন। অকিঞ্চিৎকর সুখের জন্য সামাজিক, নৈতিক কোন প্রকার শাসনই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। অলোকসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও, সেই জন্য, তাঁহার জীবন দুঃখময় হইয়াছিল। তাঁহার সমকালীন, বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু মধুসূদনের এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এই পার্থক্য ছিল যে, ঘোর কদাচারী হইয়াও, তাঁহারা এমনই কৌশলে লোকের চক্ষুতে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া, পলায়ন করিতে পারিতেন যে, কেহ তাঁহাদিগের কেশাগ্রও দেখিতে পাইতেন না। দোষই হউক, বা গুণই হউক, লোকের

* রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাব। ২৭১ পৃষ্ঠা।

চক্ষুতে এইরূপ ধূলি প্রক্ষেপ করিবার শক্তি মধুসূদনের কোন কালেই ছিল না। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতা সুন্দররূপ প্রতিপন্ন হইবে। একবার তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র, তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া, কোন প্রতিবাসীর গাছ হইতে খেজুররস চুরি করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। দুই জনেই গাছে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে, যাহার গাছ সে, জানিতে পারিয়া, তাড়া দিল। মধুসূদনের পিতৃব্যপুত্র অনায়াসে পলাইয়া গেলেন; কিন্তু মধুসূদন, গাছের উপর বসিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে বাটীর একজন ভৃত্য, আসিয়া, তাঁহাকে গাছ হইতে নামাইয়া, লইয়া গেল। পূর্ণবয়সেও তাঁহার কত জন সঙ্গী, তাঁহাকে এইরূপে গাছে তুলিয়া দিয়া, পলাইয়া গিয়াছিলেন। মধুসূদনের পলাইবার সামর্থ্য ছিল না; তিনি ধরা পড়িয়া কলঙ্কভাজন হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা অতি সামান্য, জীবন-চরিতে উল্লেখের অযোগ্য; কিন্তু এক গাছি তৃণ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিলে যেমন বায়ুর গতি নির্ণীত হয়, তেমনই এইরূপ সামান্য ঘটনা হইতেও, অনেক সময়ে, মনুষ্যের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় বলিয়াই উল্লেখ করিতেছি।

শিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন।

মধুসূদনের ১২।১৩ বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে শিক্ষাদানের জন্য, কলিকাতায় আনিতে সঙ্কল্প করিলেন। "মহা বিদ্যালয়" * হিন্দুকলেজের গৌরব তখন দেশব্যাপী হইয়াছিল। রাজনারায়ণ দত্ত, পুত্রকে সেই মহা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইতে মনস্থ করিলেন। পিতার ইচ্ছানুসারে মধুসূদন কলিকাতায় আসিলেন, এবং অল্পদিন খিদিরপুরের কোন ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়নের পর, আনুমানিক ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিলেন। নীতিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, মনুষ্যের ভবিষ্যৎ-জীবন গঠনের পক্ষে

---

* প্রাচীন হিন্দুকলেজ "মহা বিদ্যালয়" নামেও অভিহিত হইত।

প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র গৃহ, দ্বিতীয় বিদ্যামন্দির। গৃহে পিতা, মাতার এবং আত্মীয়গণের দৃষ্টান্ত দ্বারা মধুস্থদনের প্রকৃতির যে অংশ গঠিত হইয়াছিল, আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। বিদ্যা-মন্দিরে শিক্ষকদিগের এবং সহাধ্যায়িগণের আদর্শে তাহার অপর অংশ যেরূপ গঠিত হইয়াছিল, এইবার তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রসিদ্ধ ইংরাজী সন্দর্ভ-লেখক আডিসন বলিয়াছেন, শিক্ষাশূন্য হৃদয় এবং আকরস্থ প্রস্তর দুইই সমতুল্য। উপমাটা আরও একটু পরিস্ফুট করিলে, বোধ হয়, বলা অসঙ্গত হইবে না যে, শিক্ষাশূন্য হৃদয় প্রস্তর এবং বিদ্যামন্দির ভাস্করালয়। কত অসংস্কৃত প্রস্তর যে, এই ভাস্করালয় হইতে, দেবমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া, বহির্গত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সেই জন্য আমরা মধুস্থদনের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, যে কারু-গৃহে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহার দোষ, গুণের ও পূর্ব্বাপর কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব্বে হিন্দুকলেজের
এবং
বঙ্গের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা।

হিন্দুকলেজ।

মধুসূদন শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, তাহার নাম এক্ষণে শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই পরিচিত। কি জন্য যে হিন্দুকলেজের নাম এরূপ সুপরিচিত হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য অধিক কথা বলিবার আবশ্যক করে না। হিন্দুকলেজই এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল এবং বঙ্গদেশ আজ যাঁহাদিগকে লইয়া গৌরবান্বিত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই এই হিন্দুকলেজের ছাত্র। ইঁহারা ব্যতীত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি আরও কতজন এই হিন্দুকলেজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, চরিত্রে, ও বিদ্যায় ইঁহারা বঙ্গদেশের গৌরবস্থল। যে বিদ্যালয়ে বঙ্গভূমির এতগুলি সুসন্তান শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম যে সুপরিচিত ও সমাদৃত হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্গীয় লেখক-কুলগৌরব

অক্ষয়কুমার দত্ত এই তিন জনের কার্য্য ছাড়িয়া দেখিলে, বঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এবং সাহিত্যবিষয়ক যে কোন প্রকার উন্নতিই হউক, প্রধানতঃ, হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগেরই দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজনীতির আলোচনায় রামগোপালের এবং সাহিত্যে মধুসূদনের নাম, এক্ষণে, বঙ্গবাসীমাত্রেরই আদরের সামগ্রী হইয়াছে। ইঁহাদিগের দুই জনেরই প্রকৃতি, দোষে গুণে, হিন্দুকলেজীয় শিক্ষায় গঠিত হইয়াছিল। হিন্দু-কলেজের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, তাঁহাদিগের জীবন, বোধ হয়, অন্যরূপ হইত। কাব্য কবির হৃদয়ের প্রতিবিম্বন মাত্র; মধুসূদন নিজে যাহা ছিলেন, তাঁহার কাব্যে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সেই জন্য, কাব্যে হউক, বা চরিত্রে হউক, মধুসূদনকে বুঝিতে হইলে, হিন্দু-কলেজীয় শিক্ষার দোষ, গুণ এবং তাৎকালিক ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা আবশ্যক।

মধুসূদনের কাব্যের দোষ।

বঙ্গীয় সমালোচকগণ মধুসূদনের কাব্যে যে সমস্ত দোষ নির্দ্দেশ করেন, জাতীয় ভাবের প্রতি উপেক্ষা এবং বিজাতীয় ভাবের আধিক্যই তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। তাঁহারা বলেন, কবি রামচরিত অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; কিন্তু রামচন্দ্রের অপেক্ষা রাক্ষস-পরিজনদিগেরই প্রতি তিনি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন; যে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র, আজ বহু সহস্র বৎসর অবধি, সমগ্র হিন্দু-জাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে, জাতীয় ভাবের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, তিনি তাহা কালিমাময় করিয়া গিয়াছেন। বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলিয়াছেন যে, "মূল গ্রন্থে যে সমস্ত চরিত্র উন্নতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কবি আরও উন্নতবর্ণে চিত্রিত করুন, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; কিন্তু সেই মূল গ্রন্থের বর্ণিত উন্নত চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আঁকিবার তাঁহার কি অধিকার আছে?"

রামচরিত "কবির একমাত্র নিজের ধন নহে; তাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি; তাহা লইয়া এরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন? বিশেষতঃ যাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী—চির-আরাধ্য দেবতা—সেই রাম, লক্ষ্মণকে এরূপ হীনবর্ণে চিত্রিত করা কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত?" * বাস্তবিকও মধুসূদনের হৃদয়ে জাতীয়ভাবের ও জাতীয়-ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক আস্থা থাকিলে, তিনি রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র কখনই সেরূপ ভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন না। তাঁহার কাব্যের অপর দোষ—বিজাতীয় ভাবের আধিক্য। যদিও রামায়ণ-বর্ণিত বিষয়ই মেঘনাদবধের অবলম্ব; তথাপি রামায়ণের পরিবর্ত্তে ইহা ইলিয়াডেরই আদর্শে রচিত হইয়াছে। মেঘনাদবধের স্বর্গ, নরক, দেবদেবী-গণ, এমন কি অনেক ঘটনাও, কবি অবিকল হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাবু রাজনারায়ণ বসু, মধুসূদনের কবিত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন;—"জাতীয় ভাব মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে 'কোট পেণ্টুলান' দেখা দেয়"। †

দোষের কারণ।

মধুসূদনের কাব্যে, জাতীয় ভাবের পরিবর্ত্তে, বিজাতীয় ভাবের এরূপ প্রাবল্য হইয়াছিল কেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নয়। যে শিক্ষায় তাঁহার কবিশক্তির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, সেই শিক্ষাই তাঁহার কবিতায় এরূপ বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্য উৎপাদন করিয়াছিল। মধুসূদন যে সময়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে, এবং তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে, বঙ্গদেশের ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ঘোরতর বিপ্লব চলিতেছিল।

---

* ভারতী, আশ্বিন ১২৮৯।

† বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা, ৩৫ পৃষ্ঠা।

মধুসূদনের কবিতায় জাতীয়তার অভাব ও বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্য সেই বিপ্লবেরই ফল। দুইটী কারণে ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম কারণ, হিন্দু-কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষক ডিরোজিয়োর শিক্ষা-প্রভাব; এবং দ্বিতীয় কারণ, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও দর্শনের প্রবেশ। ডিরোজিয়োর নাম এখনকার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই অপরিচিত। কিন্তু এক সময়ে তিনি বঙ্গের ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ হিন্দু-কলেজের ছাত্রদিগের, হৃদয়ে যে কিরূপ রাজত্ব করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও দর্শনে ডিরোজিয়োর অসাধারণ অধিকার ছিল। তেইশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু সেই অল্প বয়সে তিনি যে বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেক প্রাচীন ব্যক্তিতেও দুর্লভ। তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের কবিতা অনেক প্রবীণ কবিকেও লজ্জিত করিবে। কিন্তু কবি-শক্তির অথবা বিদ্যাবুদ্ধির জন্য ডিরোজিয়োর প্রশংসা নয়; ছাত্রদিগের মনোবৃত্তির উন্মেষ করিবার জন্য তিনি যে আন্তরিক যত্ন করিয়াছিলেন, তাহারই জন্য তাঁহার প্রশংসা। বোধ হয়, এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের আর কোন বৈদেশিক শিক্ষকই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ছাত্রদিগকে কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন না; তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে নিজের বাটীতেও লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতেন। পাশ্চাত্য কবিগণের কাব্যের উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট অংশ, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের পুরাবৃত্ত হইতে তত্তদ্দেশীয় মহাপুরুষদিগের স্বদেশ-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা এবং আত্ম-বিসর্জ্জন প্রভৃতি তিনি ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার ও কথোপকথনের এমনই আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে

বিপ্লবকাল—ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষার ফল।

ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষার গুণ।

অনেকে, কলিকাতার অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও, ঝটিকা, বৃষ্টি ভেদ করিয়া এবং গুরুজনদিগের নিষেধ অবহেলা করিয়া, তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইতেন। কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। তিনি নিজে অতি সুমধুর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার "ফকীর অফ্ জঙ্গিরা" নামক খণ্ডকাব্য এবং নানাবিষয়িণী ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র কবিতাগুলি, সে সময়ে, অতি আদরের সহিত পঠিত হইত। কলেজে থাকিতে তিনি "হেস্পেরস্" (Hesperus) এবং কলেজ পরিত্যাগ করিয়া "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান" (East Indian) নামক একখানি পত্র সম্পাদন করিতেন। তাঁহার ছাত্রদিগকে তিনি এই সকল পত্রে লিখিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। তাঁহার উৎসাহদানের ফলে ও প্রদত্ত শিক্ষার গুণে তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং পরিণামে সাহিত্যের সেবা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এন্কোয়ারার" (Enquirer) এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিকের "জ্ঞানান্বেষণ," ডিরোজিয়োরই প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। কোন সুলেখক বলিয়াছেন, উপযুক্ত ছাত্রেই সদ্গুরুর পরিচয়। ডিরোজিয়োর ছাত্রদিগের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও একথা সপ্রমাণ হইতে পারে। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মশীল ও যশোভাজন হইয়াছিলেন। সুপ্রতিষ্ঠ রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, এবং রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ডিরোজিয়োর শিষ্য। * বঙ্গীয় সমাজের অনেক শুভজনক কার্য্য ইঁহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ।

* ইঁহারা ভিন্ন ডিরোজিয়োর আরও অনেক শিষ্য ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে মহেশচন্দ্র

ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগকে কেবলই ইংরাজী-ভাষায় অধিকার লাভে সাহায্য করিয়া নিরস্ত থাকিতেন না। যাহাতে তাঁহারা, সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক এবং চিন্তাশীল হইয়া, স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণ-সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্যও উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গি ছিলেন বটে, কিন্তু, সাধারণ ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের ন্যায়, তিনি ভারতবাসীদিগকে পর এবং ভারতবর্ষকে তাঁহার বিদেশ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি ভারতবর্ষকেই তাঁহার স্বদেশ এবং ভারতবাসীদিগকেই তাঁহার স্বজাতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ভারতের অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান দুরবস্থা স্মরণ করিয়া, তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইত। কবিতায়, ছাত্রদিগকে প্রদত্ত উপদেশে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে, নানাপ্রকারে, তিনি ভারত-ভূমির সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রণীত "ফকীর অফ্ জঙ্গিরা" নামক কাব্যের উৎসর্গপত্র পাঠ করিলে, ভারত-ভূমির প্রতি তাঁহার যে কিরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। * ডিরোজিয়ো এদেশে সাধারণতঃ শিক্ষক নামেই পরিচিত।

ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রাধানাথ শিকদার এবং অমৃতলাল মিত্র প্রধান। ইহারা প্রায় সকলেই বিদ্যা, বুদ্ধি এবং তদানুষঙ্গিক সদ্গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ, পরিণামে, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হইয়া, যশস্বী হইয়াছিলেন।

* Fakir of Jangeera কাব্য ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার উৎসর্গপত্রের কবিতাটী, বিলুপ্ত হওয়া উচিত নহে বিবেচনায়, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত অনুবাদ সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

My country! In thy days of glory past
A beautious halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory; where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last;
And grovelling in the lowly dust art thou;

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সংস্কারকের কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ও তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত লইয়া তখন বঙ্গদেশের গৃহে, গৃহে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে যাঁহারা সমধিক প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা, প্রায় সকলেই, হয় ধর্ম্মসভা না হয় ব্রহ্মসভা, উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সতীদাহ-প্রথা নিবারণ লইয়া

Thy ministrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery !
Well let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! one kind wish for thee.

স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগন-বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ,
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ!
এ শ্রমের এইমাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি!

য়ুরেশিয়ান কবির লিখিত ভারত ভূমির সম্বন্ধে এরূপ কবিতা সুলভ নহে বলিয়াই ইহা রক্ষিত হইবার যোগ্য।

তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিলোড়িত হইতে-ছিল। ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগকে

ডিরোজিয়োর শিক্ষার বিশেষত্ব।

এই সকল আন্দোলনে যোগদান করিতে উপদেশ দিতেন। ভারতের মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহার অধ্যাপনাগৃহ ছাত্রদিগের সমাজ, নীতি, এবং ধর্ম্ম, বিবিধবিষয়, সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। শিক্ষকের সহিত অসঙ্কোচে তর্কবিতর্ক করিয়া ছাত্রেরা প্রত্যেক বিষয়েরই যৌক্তিকতা অথবা অযৌক্তিকতা নির্দ্ধারণ করিতে শিক্ষা করিতেন। সুলেখক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ডিরোজিয়োর অধ্যাপনাগৃহকে প্লেটোর "একাডিমস্" (Academus) অথবা আরিষ্টটলের "লাইসিয়মের" (Lyceum) ক্ষুদ্র অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* যাহাতে তাঁহার ছাত্রদিগের চিন্তাশক্তির ও বিচারশক্তির উন্মেষ হইতে পারে, তজ্জন্য ডিরোজিয়ো, প্লেটোর "একাডেমির" নামানুসারে, "একাডেমি" নামে ছাত্রদিগের এক সভা প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। মাণিকতলায়, সিংহবাবু দিগের উদ্যানে, যেখানে বহুদিন ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন ছিল, সেই খানে এই সভার অধিবেশন হইত। প্রতি সপ্তাহে তাঁহার ছাত্রগণ, সেখানে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেন। এই সভার প্রতিপত্তি এতদূর বর্দ্ধিত হইয়া-ছিল যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং গবর্ণর জেনেরেলের প্রাইভেট সেক্রেটরীর ন্যায় পদস্থ ব্যক্তিগণও তাঁহার কোন কোন

---

* "The class of Derozio in the Hindoo College was not the dull and monotonous thing which a class in these days of "cram" is in the Indian Colleges ; it was. to compare small things with great, more like the Academus of Plato or Lyceum of Aristotle. There was free interchange of thought between the professor and the pupils ; and young men were not so much crammed with information as taught to think and to judge" *Recollections of Alexander Duff.* P. 29.

অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন। সভাস্থলেই হউক, বা বিদ্যালয়েই হউক, ডিরোজিয়োর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এই ছিল যে, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বলিতেন। যাহা পূর্ব্বাপর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাই সত্য ও সম্মানার্হ, এবং যাহা নূতন তাহা অসত্য ও অবজ্ঞেয়, এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। চিরপ্রচলিত সংস্কারের ও শাস্ত্রানুশাসনের পরিবর্ত্তে যাহাতে তাঁহার ছাত্রেরা যুক্তি ও বিবেকবলে হিতাহিত নির্ণয় করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম ছিল। হিন্দুশাস্ত্র বা খ্রীষ্টীয়শাস্ত্র, কোন দেশের কোন শাস্ত্রই, তিনি অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন না। শাস্ত্রানুশাসন যেখানে ব্যক্তিত্বের অথবা স্বাধীনতার ও সহজজ্ঞানের বিরোধী, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বসমাজের ও হিন্দুসমাজের যে সকল আচার, ব্যবহার তিনি স্বাধীনতার ও সহজ-জ্ঞানের বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। ডিরোজিয়োর শিক্ষাগুণে নব্য সম্প্রদায় এক অভিনব আলোক প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা, একাডেমির অধিবেশনে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে, হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ডিরোজিয়োর তত্ত্বাবধানে "পার্থিনন" (Parthenon) নামে ছাত্রদিগের একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত; তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তিজনক বিষয়সকল লিখিত হইতে লাগিল যে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ, অবশেষে, তাহার প্রচার নিবারণের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইলেন।

ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষার দোষ।

ডিরোজিয়োর শিক্ষায় যেমন অনেক প্রশংসনীয় গুণ ছিল, তেমনই কতকগুলি গুরুতর দোষও ছিল। তিনি ছাত্রদিগের হৃদয়ে যে পরিমাণে স্বাধীনতাপ্রিয়তার উন্মেষ করিয়াছিলেন, সে পরিমাণে

আত্মসংযমের ও ভক্তিভাবের সঞ্চার করিতে পারেন নাই। হিন্দুসন্তানগণ পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রশাসন দ্বারা পরিচালিত; সহসা তাঁহাদিগের নিকট যুক্তির দ্বারা উন্মুক্ত করিতে যাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে, স্বাধীন করিবার পরিবর্ত্তে, স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ডিরোজিয়োর হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার ছিল না; সুতরাং, শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, তিনি তাঁহাদিগের সকল মতই ভ্রমাত্মক ও হিন্দুজাতির সকল আচারই কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতেন। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলেও প্রৌঢ় বয়সের গাম্ভীর্য্য ও অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। যুবজনোচিত ঔদ্ধত্যের ও চপলতার সহিত তিনি অনেক বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। শাস্ত্রকারগণ বহুশত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যুক্তির ও সহজ-জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যাইয়া, তিনি একেবারে তাহাদিগের মূলোৎপাটন করিতে চাহিতেন।

ডিরোজিয়োর ছাত্রগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা।

এরূপ শিক্ষার ফল এই হইয়াছিল যে, ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ, ভ্রম ও কুসংস্কার সংশোধনের নামে, ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার ও সংস্কার অর্থে সমূলোৎপাটন, এই তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবতার উচ্ছেদ করিতে যাইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন, এবং হিন্দুসমাজে সহমরণপ্রথার ন্যায় কুসংস্কার ছিল বলিয়া, সমাজ-প্রচলিত যে কোন প্রথাই তাঁহারা কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুরাপান, গোমাংস-ভক্ষণ, এবং যবনান্ন-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহারা সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত সংস্কার জন্মিল যে, পৃথিবীতে যখন "গোখাদক" জাতিরাই অপর সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া

আসিতেছে, তখন বাঙ্গালীরাও "গোখাদক'' না হইলে তাঁহাদিগের উন্নতির আশা নাই। এই অদ্ভুত সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতেও তাঁহারা ক্রটী করিতেন না। সকলে দলবদ্ধ হইয়া, গোমাংস ভক্ষণপূর্ব্বক, কখন কখন, প্রতিবাসীদিগের গৃহে ভুক্তাবশেষ নিক্ষেপ করিতেন, এবং যে সকল আচার, ব্যবহার সম্পূর্ণরূপ সমাজবিরুদ্ধ, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার (তাঁহাদিগের মতে নৈতিক বলের) পরিচয় দিতেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অন্যান্য স্কুল, কলেজেরও ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। কলিকাতার গৃহে গৃহে হুলস্থুল পড়িয়া গেল এবং অনেক পিতামাতা সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভীত হইলেন। *

ডিরোজিয়োর শিক্ষার সমকালীন ঘটনাবলী।

ডিরোজিয়োর শিক্ষায় কলেজীয় ছাত্রদিগের মধ্যে যে বিপ্লব-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, অনুকূল বায়ুবলে তাহা আরও বিশালাকার ধারণ করিল। ডিরোজিয়োর শিক্ষার সমকালেই বঙ্গদেশে ইংরাজী-শিক্ষা প্রচারের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। এদেশে কিরূপ শিক্ষা প্রচলন করা কর্ত্তব্য, এই লইয়া সে সময়কার রাজপুরুষদিগের মধ্যে কিছুদিন হইতে প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। একদল বলিতেছিলেন, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচার করা এদেশে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য; অপর দল বলিতেছিলেন, দেশীয় ভাষা সমূহের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও এদেশীয়দিগকে তাঁহাদিগের জাতীয় সাহিত্যে সুশিক্ষিত করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত। উভয় দলেই বহুসংখ্যক বিদ্বান্ ও

---

* হিন্দুকলেজে ডিরোজিয়োর প্রদত্ত শিক্ষার ফলে ভীত হইয়া, কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ও নিষ্ঠাবান্ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ আপন আপন সন্তানদিগকে ওরিয়েণ্টেল সেমিনারীতে পাঠাইতেন। ওরিয়াণ্টাল সেমিনারী, সেইজন্য, অল্প দিনের মধ্যে সেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ডিরোজিয়োর শিক্ষার সমকালে, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। খ্যাতনামা আলেকজান্দর ডফ্ ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন, যথাক্রমে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভাষা প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য এবং সুপ্রতিষ্ঠ বাবু রামকমল সেন প্রাচ্য ভাষা প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। উভয় পক্ষই দীর্ঘকাল ধরিয়া তর্ক ও যুক্তির দ্বারা আপন আপন পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিবাদের শেষাবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে পাশ্চাত্য ভাষা প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহারই অবলম্বিত পক্ষ জয়লাভ করিল। মহাত্মা লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ দিবসের প্রসিদ্ধ অবধারণ দ্বারা স্থির করিলেন যে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারই গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত অর্থই সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যয় করা হইবে।

মহাত্মা বেণ্টিঙ্কের এই অবধারণ ভারত সমাজে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করা অনাবশ্যক। মুসলমান রাজগণ ছয় শত বৎসরের অত্যাচারে ও নির্য্যাতনেও যে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, বিন্দুমাত্র বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে এক ইংরাজী ভাষার প্রচার হইতে লোকের মানসিক ভাবও প্রবণতা সম্বন্ধে তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ডিরোজিয়োর শিক্ষা নব্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সাংসারিক আচার, ব্যবহারে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল; গবর্ণমেণ্টের অবধারণ তাঁহাদিগের চিন্তা ও মানসিক ভাব সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিল। একেইত দেশীয় শাস্ত্র ও গ্রন্থানুশীলনে নব্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বিতৃষ্ণা ছিল, তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের এই অবধারণ প্রকাশিত হইলে, সংস্কৃত গ্রন্থ স্পর্শ করিতেও আর তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অবধারণ প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, সতীদাহ নিবারণ লইয়া,

ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের ফল।

ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল। যাঁহারা সতীদাহ নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত হিন্দু শাস্ত্রে যে সমস্ত ভ্রম, প্রমাদ আছে, তাহার উল্লেখ করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদিগের ন্যায় পাশ্চাত্যভাষা-প্রচারার্থিগণও, সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যে সকল অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত ঘটনার উল্লেখ আছে, প্রতিবাদী-দিগকে নিরস্ত ও অপদস্থ করিবার জন্য, তাহার কঠোর সমালোচনা করিতে ত্রুটী করিলেন না। তাঁহারা স্বপক্ষীয়দিগকে বুঝাইলেন যে, যে দেশের শাস্ত্রে সহমরণ প্রথার ন্যায় কুসংস্কার সমর্থন করে, এবং যে দেশের কাব্যে হনুমানের লাঙ্গুল বর্ণনা এবং দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত সমুদ্রের বর্ণনা স্থান প্রাপ্ত হয়, সে দেশের সাহিত্যের আলোচনা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সে সময়কার ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ ইংরাজ; এবং সেই ইংরাজের ইংরাজ, মেকলে সাহেব যখন বলি-লেন যে, হিন্দুশাস্ত্র অসার এবং হিন্দুজাতি অতি অপদার্থ, তখন হিন্দুজীবনে যে কিছু অনুকরণীয় এবং হিন্দুশাস্ত্রে যে কিছু জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে, তাহা চিন্তা করিবারও তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। লর্ড মেকলে তাঁহার অভ্যাসানুরূপ অতিরঞ্জিত ভাষায় বলিলেন; "A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia" অর্থাৎ কোন য়ুরোপীয় উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়ের একটী মাত্র আলমারিও সমগ্র আরব্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের সমতুল্য। কেবল ইহাই নয়; তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিলেন;— "অন্য ভাষার কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃত সাহিত্য নর্ম্মান ও স্তাক্সন সাহিত্যেরও সমতুল্য কিনা, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। I doubt whether the Sanskrit literature be as valuable as that of our Saxon and Norman progenitors। লর্ড মেকলের এরূপ মন্তব্যের উপর কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সংস্কৃত

ভাষায় যাঁহার বিন্দুমাত্রও অধিকার ছিল না, তাঁহার পক্ষে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যে কতদূর ধৃষ্টতার কার্য্য হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি ফর্দ্দুসী, গজনী রাজসভা সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়া, বলিয়াছিলেন ;—“গজনী রাজসভা মহাসমুদ্রের তুল্য, কিন্তু কেহ কখন তাহা হইতে মুক্তা প্রাপ্ত হয় না”। আলেক্জান্দর ডফ্, ফর্দ্দুসীর সেই কবিতার অনুকরণ করিয়া, বলিলেন ; “প্রাচ্য ভাষা সমূহও সমুদ্রের ন্যায় মহান্, অতল, এবং অকূল ; কিন্তু বহুদিন অন্বেষণ করিয়াও আমি কখন ইহাতে মুক্তা দেখিতে পাইলাম না।” ডফের ও মেকলের এই সকল কথা নূতন ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বড়ই উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা সত্য সত্যই মনে করিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষণীয় কিছুই নাই ; ইহা কেবলই কুশ তৃণের গুণাগুণে এবং ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি সমুদ্রের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। এই বিশ্বাস অনুসারে তাঁহারা, রামায়ণ, মহাভারত এবং ভগবদ্গীতায় মুক্তা না পাইয়া, ইলিয়াডে, ইনিয়াডে, এবং ফিল্ডিংএর উপন্যাসে মুক্তা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অতি কৃপাপাত্র, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, এই তাঁহাদিগের প্রতীতি জন্মিল। স্বদেশীয় কাব্য, পুরাণাদিতে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান না থাকাই যেন তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবকর বোধ হইল। তাঁহারা আকিলিসের অথবা আগামেম্‌ননের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম বলিতে পারিতেন, কিন্তু মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য কি প্রপৌত্র জিজ্ঞাসা করিলে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতেন। সেক্সপিয়রের বা মিল্‌টনের গ্রন্থের কোন্ স্থলে কি আছে, তাহা তাঁহাদিগের জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিত, কিন্তু বনপর্ব্বে রামচন্দ্রের বনবাস কি যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বাসন লিখিত আছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বিপদ বোধ করিতেন। বেদব্যাসের ও বাল্মীকির ভাষারই যখন এই দুর্দ্দশা

ঘটিল, তখন দুঃখিনী বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা আর কি লিখিব? হিন্দু কলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র বাঙ্গালায় বিশুদ্ধরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব আছে, বা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের মনে উদিত হইত না। দোকানদারদিগের ও অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের জন্য রামায়ণ, মহাভারত নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ আছে, এই মাত্র তাঁহারা জানিতেন। গুপ্তকবির "প্রভাকর" তখন বঙ্গসমাজের এক অংশে জ্যোতি দান করিতেছিল বটে, কিন্তু নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তাহার বড় সমাদর ছিল না। নব্যদিগের মতে যাঁহারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত, তাঁহারাই তাহার সমাদর করিতেন। বাঙ্গালাগ্রন্থসমূহ নব্যদিগের পাঠাগার হইতে নির্ব্বাসিত হইল; বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহা এবং বাঙ্গালায় পরস্পরকে পত্রলেখা অগৌরবকর বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা জন্মিল। আমরা যাহাকে বিপ্লবকাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহা এইরূপে পূর্ণ হইল। ডিরোজিয়োর শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবেশের সঙ্গে বঙ্গের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশীয় আচার ও স্বদেশীয় সাহিত্য উভয়ই সমভাবে নির্ব্বাসিত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

বিপ্লব কালের উপকারিতা।

বিপ্লবকালের অনিষ্টকারিতা আমরা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু ইহার যে কোন উপকারিতা ছিল না, তাহা নয়। ইহা হইতে যে শুভফল উৎপন্ন হইয়াছে, এইবার তাহারও উল্লেখ করিব। আত্মসংযমের অভাবে ডিরো-জিয়োর ছাত্রগণ ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন, এবং সংস্কারের নামে তাঁহারা সমাজের মূলোৎপাটন করিতে গিয়াছিলেন। এই জন্যই আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়াছি। কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উচ্ছৃঙ্খল হইলেও, তাঁহারা, অনেক স্থলে, যে মানসিক বল দেখাইয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। যদিও কোন মহান্

সংস্কার তাঁহাদিগের দ্বারা সাধিত হয় নাই, তথাপি জীবনের দৈনিক কার্য্যের শত, শত প্রয়োজনীয় সংস্কার তাঁহাদিগেরই চেষ্টার ফলে সাধিত হইয়াছে। এমন একদিন ছিল, যখন মস্তকের শিখাচ্ছেদনে এবং ডাক্তারী ঔষধ সেবনেও সমাজচ্যুত হইতে হইত। কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ একব্যক্তিকে, কণ্ঠের তুলসী-মাল্য অপনয়নের জন্য, এক দিন যে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল, সেই পরিবারের আর একজনকে, পরে বিধবাবিবাহ দিয়া, তাহার শতাংশের এক অংশও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। ডিরোজিয়োর ছাত্রদিগকে উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া নিন্দা করিলেও, সমাজের এই অবস্থা পরিবর্ত্তন, কিয়ৎপরিমাণে, যে তাঁহাদিগেরই চেষ্টার ফলে হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদিগের চরিত্রের এই একটী প্রধান গুণ ছিল যে, যাহা তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা করিতে কখনও ভীত হইতেন না; এবং যাহা তাঁহারা কুসংস্কারমূলক ও ভ্রমপ্রণোদিত বলিয়া মনে করিতেন, কখনও তাহা করিতেন না। বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে যাইয়া নির্যাতন, অত্যাচার, উৎপীড়ন কিছুরই দিকে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এই কপটতার ও ভাক্ত ধর্ম্মভাবের দিনে ইহা বড় সামান্য প্রশংসার বিষয় নয়। স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, তাঁহারা, একদিকে যেমন অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে কঠিন নিগড়ে আমাদিগের সমাজ আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা উন্মোচনের চেষ্টা করিয়াও, তাঁহারা অপরদিকে, তেমনই সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্ত্তন অবশ্য সম্পাদ্য। তাঁহারা ইহা বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু উৎকট উৎসাহে তাঁহারা যে ভারত-সমাজকে পাশ্চাত্য সমাজে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদিগের ভ্রম হইয়াছিল। ধীরতার সহিত কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের উদ্যম প্রকৃত মঙ্গলপ্রসূ হইত, সন্দেহ নাই।

সামাজিক আচার, ব্যবহারের ন্যায় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় গদ্য ও পদ্য রচনা করিয়া প্রকৃত ইংরাজলেখকদিগের মধ্যে গণনীয় হইব, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ে এই দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। আমাদিগের মাতৃভাষাকে, ক্রমশঃ, ইংরাজী ভাষার সমকক্ষ করিয়া তুলিব, এ চিন্তা, তখন, তাঁহাদিগের মনে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। সমাজ সম্বন্ধে যেমন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ভারতসমাজ ক্রমে য়ুরোপীয় সমাজে পরিণত হইবে, ভাষা সম্বন্ধেও তেমনই তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরাজী ভাষাই, একদিন, সমস্ত ভারতবাসীর, অন্ততঃ সমগ্র বাঙ্গালিজাতির, ভাষা হইবে। সেই জন্য স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষের ন্যায় শক্তিশালী লেখকও, স্বদেশীয় সাহিত্য বিসর্জ্জন দিয়া, ইংরাজী সাহিত্যের সেবায় যশোলাভের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না। এই দীর্ঘকালব্যাপিনী অভিজ্ঞতার পর এখনও যখন অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় "কবিযশঃ প্রার্থী" হইতে বিমুখ নহেন, তখন যে সে সময়কার নব্য শিক্ষিতগণের দৃষ্টি তাহার নবোদ্ভিন্ন তীব্রালোকে অন্ধীভূত হইবে, তাহা বিচিত্র নয়।

ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভ্রম।

বঙ্গভাষার উপর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব।

ইংরাজী সাহিত্য কিন্তু এক বিষয়ে এক মহদুপকার করিয়াছিল; ইহা নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে এক অভিনব জগৎ অবতারিত করিয়াছিল। হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তে, এবং মিল্টনের কাব্যে তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ অনেক নূতন বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে এই শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে যে, আমরা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এ লাভ সামান্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ইংরাজী সাহিত্যের তুলনা করিয়া উভয়ের তারতম্য বিচার করিবার আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই; তবে একথা

বলা অসঙ্গত হইবে না যে, ইংরাজী সাহিত্য এদেশে প্রবেশ না করিলে, বাঙ্গালা ভাষার এই নবজাত শক্তি আসিত না। বাঙ্গালা গদ্যের কথা বলা অতিরিক্ত; ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে তাহার ত অস্তিত্বই ছিল না। পদ্য সম্বন্ধেও ইংরাজী সাহিত্য এক অভিনব ও শ্রেষ্ঠতর যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্য না আসিলে বৈষ্ণব-কবিগণের এবং ভারত চন্দ্রের প্রবর্ত্তিত কবিতা-স্রোত বাঙ্গালার সাহিত্য-কুঞ্জে এখনও প্রবাহিত হইত। আমরা যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবিদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা ইংরাজী সাহিত্যেরই প্রবেশের ফল।

মধুসূদনের সম্বন্ধে হিন্দুকলেজীয় শিক্ষার ফল।

বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের যে অবস্থায় মধুসূদনের শিক্ষারম্ভ হইয়াছিল, আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহা মধুসূদনের প্রকৃতি গঠনে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, এইবার তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। মধুসূদন হিন্দুকলেজের ডিরোজিয়োর কালের ছাত্র নহেন। ডিরোজিয়োর কলেজ ত্যাগের কিছুদিন পরে তিনি হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু ডিরোজিয়োর নাম তখনও কলেজে সম্পূর্ণরূপ জাগরূক ছিল; এবং কলেজের অনেক ছাত্র তখনও তাঁহার ছাত্রগণের আচার, ব্যবহারের অনুকরণ করিতেন। সুতরাং ডিরোজিয়োর ছাত্র না হইয়াও মধুসূদন তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। স্বদেশীয় সাহিত্যে অনাস্থা, পাশ্চাত্য সাহিত্যে অন্ধ অনুরাগ, স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে উপেক্ষা এবং পাশ্চাত্য আচার, ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব এই গুলি তখনকার ছাত্রমণ্ডলীর লক্ষণ ছিল। মধুসূদনেরও চরিত্রে এই সকল দোষের প্রত্যেকটী পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার সমকালবর্ত্তী ছাত্রদিগের ন্যায় তিনিও বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে শিখিয়াছিলেন, এবং ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা দ্বারা প্রতিপত্তি লাভের আশা করিয়া-

ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি স্বদেশীয় আচার, ব্যবহারে ঘৃণা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলেজে থাকিতেই সুরাপানে ও হিন্দুধর্ম্মনিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণ বয়সে অনেক বিষয়ে তাঁহার শৈশবার্জ্জিত সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু বিপ্লবকালের প্রভাব তাঁহার হৃদয়ে এমনই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কিছুতেই তিনি তাহা উৎপাটিত করিতে পারেন নাই। একদিকে পুরুষপরম্পরাগত প্রাচ্য ভাব ও অপরদিকে কলেজীয় শিক্ষালব্ধ পাশ্চাত্য ভাব, উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁহার অনেক কার্য্য, সেই জন্য, পরস্পর বিসম্বাদী হইত। পূর্ণ বয়সে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু পত্র লেখা লজ্জাজনক মনে করিতেন। পূজার দিন দেবীপ্রতিমা দর্শন করিয়া তিনি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু কেহ তাঁহাকে "মিষ্টারের" পরিবর্ত্তে "বাবু" বলিয়া পত্র লিখিলে তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন। কোজাগার পূর্ণিমার ও বিজয়া দশমীর দিন তাঁহার প্রাণ ভাবে গদ্গদ হইত, কিন্তু কবিরাজী মতে চিকিৎসা করাইলে তাঁহার সম্ভ্রমের ত্রুটী হইবে, তিনি এইরূপ বিবেচনা করিতেন। অন্তরে জাতীয়ভাব এবং বাহিরে সাহেবিয়ানা উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁহার প্রকৃতি, এইরূপে, এক বিচিত্র পদার্থে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার রচনাতেও তাঁহার প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।

জাতীয় ভাব ও সাহেবিয়ানা।

সাংসারিক ও সাহিত্যিক জীবনে সাদৃশ্য।

তিনি রামায়ণ-বর্ণিত বিষয় অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য কাব্যের ঘটনাবলীতেই তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। প্রথমার্জ্জিত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি, পূর্ণ বয়সেও, মিল্টনকে কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি এবং ইলিয়াডকে রামায়ণ, মহাভারত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পাশ্চাত্য কবিদিগের সহিত তুলনায় আমাদিগের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগকেও তিনি অতি নিম্নস্থানীয়

বিবেচনা করিতেন। * যে কালের ছাত্রেরা গায়ত্রী মন্ত্রের ও প্রণবের পরিবর্ত্তে ইলিয়াডের শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতেন, সে কালের কবির জীবনে ও রচিত কাব্যে যে জাতীয় ভাবের সঙ্গে বিজাতীয় ভাবের এরূপ সংমিশ্রণ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। মধুসূদনের সংস্কার ভ্রমাত্মক কি না, তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু কলেজের সেই একদেশব্যাপিনী শিক্ষা না পাইলে এবং প্রথম যৌবনে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পাইলে মধুসূদনের এই সকল সংস্কার স্থায়ী হইত কি না সন্দেহ। ইংরাজী সাহিত্যের প্রবেশে আমরা যে যথেষ্টই উপকৃত হইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, শৈশব হইতে নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলনে, আমরা জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। মধুসূদনের ন্যায় আরও কত প্রতিভাবান্ পুরুষের জীবন ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। হিন্দুজাতির জাতীয়তা ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে কেবলই ইংরাজী ভাষার অনুশীলন করিলে চলিবে না; সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও অনুশীলন করিতে হইবে।

হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা মধুসূদনের চরিত্রগঠনে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, পাঠক, এইবার, বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। মধুসূদনের প্রকৃতি ও তাঁহার গ্রন্থাবলী বুঝিতে হইলে এই সকল কথার আলোচনা আবশ্যক। যে সময়ে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কথা বলা শেষ হইয়াছে; এইবার তাঁহার নিজের শিক্ষার কথা বলিব।

* হেক্টর-বধের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "মহাকাব্য-রচয়িতা-কুলের মধ্যে ইলিয়াড-রচয়িতা কবি যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চ পাণ্ডবের জীবন-চরিত মাত্র।" ব্যাস, বাল্মীকির সম্বন্ধে যখন তাহার এইরূপ সংস্কার ছিল, তখন অন্যান্য কবিদিগের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হিন্দু কলেজ—শিক্ষাবস্থা।

[১৮৩৭—১৮৪০ খৃষ্টাব্দ]

হিন্দু কলেজ ও তাহার শিক্ষকগণ।

মধুসূদন যে সময়ে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন, তখন ইহার পূর্ণ যৌবনাবস্থা। ছাত্রদিগের ও শিক্ষকগণের গৌরবে হিন্দু কলেজ তখন বঙ্গ দেশের বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। যদিও ডিরোজিয়ো সে সময় কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন রিচার্ডসন, গণিতশাস্ত্রবিদ্ রিজ, হালফোর্ড, এবং ক্লিণ্ট প্রভৃতি সে সময়কার প্রসিদ্ধনামা অধ্যাপকগণ ইহাতে অধ্যাপনা করিতেন। জোন্স সাহেব স্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এবং স্বর্গীয় রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ রামতনু লাহিড়ী * প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে, এক এক বিষয়ে, এক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; সুতরাং মধুসূদন সে সময়ে এদেশের পক্ষে যতদূর সম্ভব, ততদূর উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।

কলেজীয় শিক্ষা ও গৌরবলাভ।

কলেজে প্রবেশ করিয়াই মধুসূদন একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন,

---

* শ্রদ্ধাস্পদ লাহিড়ী মহাশয় এই সময়ে পাঠসমাপনান্তে কলেজের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এবং খ্যাতনামা রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি, মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব্বের সময়ের, কলেজের ডিরোজিয়োর কালের, ছাত্র।

এবং যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, অথবা তাঁহার পূর্ব্বে কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী তাঁহার শিক্ষাবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন; "যত্ন ও পরিশ্রমগুণে আমিও হিন্দু কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণনীয় হইয়াছিলাম, কিন্তু মধু আমাদিগের ভিতর ঔজ্জ্বল্যে তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিল। * তাঁহার আর একজন সহাধ্যায়ী লিখিয়াছেন, "বয়সে মধুসূদন আমা অপেক্ষা ছোট ছিল, কিন্তু এমনই তাহার বিদ্যাবুদ্ধির জোর যে, আমাদিগের অনেক পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া, লম্ফে লম্ফে নিম্নশ্রেণী সকল অতিক্রম করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সে আমাদের সমাধ্যায়ী হইয়াছিল"। † মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন ইহা দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত "সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট", এবং ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত "জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট" নামে অভিহিত হইত। যদিও সর্ব্বশুদ্ধ অনেক গুলি শ্রেণী ছিল, তথাপি, উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা একবারে দুই তিন শ্রেণী উপরে উঠিতে পারিতেন বলিয়া, কাল বিলম্বের অসুবিধা তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইত না; এবং সেই জন্যই মধুসূদন অতি অল্প সময়ের মধ্যে কলেজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন, এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে

* "I was a very dull boy at the commencement, but by diligence and exertion became one of the stars of the College of which Modhu was the Jupiter." মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ও বাল্যসুহৃদ বঙ্কুবিহারী দত্ত মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

† নবজীবন ১২৯৪, পৌষ, ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

ত্যাগ করেন। হিন্দুকলেজের সিনিয়ার বিভাগের বা উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য বর্ত্তমান সময়ের বি, এ পরীক্ষার পাঠ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে না; বরং কোন, কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইবে। সুতরাং মধুসূদন, ১৮৩৭ হইতে ১৮৪২ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক এই ছয় বৎসরের মধ্যে, যে প্রায় ইংরাজী বর্ণ-শিক্ষা হইতে বি, এ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, ইহা তাঁহার সুতীক্ষ্ণবুদ্ধির ও মেধাবিত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। তিনি যে বৎসর হিন্দুকলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই বৎসর (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) সিনিয়ার ও জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়ার বৃত্তি, এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিতেন। মধুসূদন, পঞ্চম শ্রেণী হইতেই জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অনেক ছাত্রকে অতিক্রম পূর্ব্বক, বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে যেমন অনেক প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তেমনই অনেক প্রতিভাবান্ ছাত্রও সেখানে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্ত্তী ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। স্বর্গীয় বাবু প্যারিচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, জগদীশনাথ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু এবং ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতি হিন্দু কলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র এই সময় কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, এবং রাজদত্ত সম্মান প্রভৃতির জন্য ইহাঁদিগের অনেকেরই নাম বঙ্গসমাজে পরিচিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবুর ও ভূদেব বাবুর নাম বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণেরও সুপরিচিত। বঙ্গভাষার ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক কয়েক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইহাঁদিগের লেখনী-প্রসূত। নানা

সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্ত্তী ছাত্রগণ।

বিষয়ে বঙ্গসমাজ ইহাঁদিগের নিকট যে ঋণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইবার নয়।

শিক্ষাবিবরণ।

মধুসূদন যে এইরূপ প্রতিষ্ঠাবান্ ছাত্রগণের মধ্যে "ঔজ্জ্বল্যে তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিলেন," ইহা তাঁহার প্রতিভার পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নয়। গ্রামস্থ পাঠশালায় অধ্যয়ন করিবার সময়ে তাঁহার চরিত্রে যে সকল গুণ লক্ষিত হইত, হিন্দু কলেজের শিক্ষায় তাহা সম্যক্‌রূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিদ্যোপার্জ্জনে অনুরাগ ও উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি তাঁহার শৈশবের গুণ সকল কলেজীয় শিক্ষায় আরও অধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। পাঠশালার কোন ছাত্র লেখাপড়ায় তাঁহাকে অতিক্রম করিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না; কলেজেও যাহাতে তাঁহার কোন সহাধ্যায়ী তাঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি পরিশ্রম করিতে ত্রুটী করিতেন না। কীটের ন্যায় কেবলই গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ থাকিবার অভ্যাস তাঁহার কোন কালেই ছিল না। স্বভাবতঃ তিনি রহস্য-প্রিয় ছিলেন, এবং সহাধ্যায়িগণের সহিত আমোদ, কৌতুক ইত্যাদি পূর্ণমাত্রায় করিতেন। কিন্তু লেখাপড়া করিতে বসিলে আমোদ, আহ্লাদ কিছুই তাঁহার মনে থাকিত না। বিষয়বিশেষে মনঃসংযম করিবার শক্তিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। পড়িতে আরম্ভ করিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা সমস্তই তিনি বিস্মৃত হইতেন। কলেজের মধ্যে একজন বহুগ্রন্থপাঠী ছাত্র বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরাজী-সাহিত্য-সম্বন্ধে এত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্রও তত পাঠ করেন কি না সন্দেহ। পাঠাবস্থায় সাহিত্যেরই দিকে তাঁহার অধিক অনুরাগ ছিল; এবং অনেক সাহিত্য-সেবকের জীবনে যেমন দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে, সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগবশতঃ, তিনি গণিত-চর্চ্চায় ঔদাসীন্য-

প্রকাশ করিতেন। নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তাঁহার গণিতে বিরাগ ছিল না; বরং অন্য কেহ তাঁহাকে গণিতে অতিক্রম করিলে, তিনি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া যতই তিনি সাহিত্যের আলোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার গণিতের প্রতি অশ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গণিতের সময়ে, হয়, তিনি কোন উপন্যাস বা কাব্য পড়িয়া কাটাইতেন, না হয়, একবারেই স্বশ্রেণীতে উপস্থিত থাকিতেন না। * গণিতের সম্বন্ধে এইরূপ বিরাগ গ্রে, গোল্ডস্মিথ্, লর্ড মেকলে প্রভৃতি অনেক সাহিত্য-সেবকেরই জীবনে লক্ষিত হইয়াছে। লর্ড মেকলে একাধারে কবি, বাগ্মী, রাজনৈতিক, সমালোচক এবং ঐতিহাসিক হইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু গণিতের নামে তাঁহারও হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। আমাদিগের দেশের মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু তাঁহারও প্রতিভা গণিতে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার জীবনবৃত্ত-লেখক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন যে, গণিতের প্রতি বিরাগের জন্যই, তাঁহার শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। গণিতের দুরূহ অংশসমূহ কিছুতেই তিনি আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। * গণিতের প্রতি মধুসূদনের বিরাগ সম্বন্ধে কিন্তু একটী কথা বলা

---

* তাঁহার ন্যায় কলেজের আরও কোন কোন প্রসিদ্ধ ছাত্র গণিতের সময়ে ঐরূপ করিতেন। মধুসূদনের সহাধ্যায়ী বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "আত্ম-জীবন চরিতে" লিখিয়াছেন, "গণিতের কেমন একটি নৈসর্গিক ভয়ানকত্ব আছে যে, গণিতাধ্যাপক রিজ্ সাহেবের সময় আসিলে, কোন কোন বালক কলেজের রেল টপ্কাইয়া পলাইত। আমি কখন রেল টপ্কাইয়া পলাই নাই, কিন্তু একবার আমার স্মরণ হয়, তাঁহার ভয়ে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয়তলের হলে অন্য কতকগুলি ছোকরাদিগের সহিত লুকাইয়াছিলাম।"

ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বাবুর "আত্ম-জীবনচরিত" এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার অনুমতিক্রমে এইরূপ দুই একটি প্রয়োজনীয় স্থল আমি তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, "সেকালের" একটি সুন্দর চিত্র পাঠকবর্গের দৃষ্টিগোচর হইবে।

* He was at desperate odds in Trigonometry and Conic Sections. Life and Teachings of K. C. Sen, page 92.

আবশ্যক। অনেকে এমন আছেন যে, গণিতে কিছুতেই তাঁহাদিগের বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক গণিতের জটিলতা ভেদ করিতে পারে না। মধুস্থদন এ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন না। গণিতে যে তাঁহার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইত না, তাহা নয়; ভাল লাগিত না বলিয়া, স্বেচ্ছাক্রমেই, তিনি গণিতানুশীলন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে দিন ইচ্ছা হইত, তাহাতে এমনই পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন যে, সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এক দিনের একটী ঘটনা উল্লিখিত হইতেছে। প্রসিদ্ধনামা রিজ্ সাহেব হিন্দু কলেজের গণিতাধ্যাপক ছিলেন। * গণিত-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। যাঁহারা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার ন্যায় গণিতজ্ঞ ব্যক্তি এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। মধুস্থদনের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ছাত্রকে গণিতানুশীলন ত্যাগ করিতে দেখিয়া, তিনি প্রথমে অনেক বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, মধুস্থদন কিছুতেই গণিতাধ্যয়নে প্রস্তুত নহেন, তখন নিরাশ্বাস হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন; তাঁহাকে আর কোন কথা বলিতেন না। একদিন তিনি এমনই একটী দুরূহ প্রশ্ন দিলেন যে, গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছাত্রদিগেরও মধ্যে কেহ তাহার উত্তর করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে মধুস্থদনের ও তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে সেক্স-পীয়ার ও নিউটন উভয়েরই মধ্যে প্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠ, এই কথা লইয়া তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। ভূদেববাবু ও আরও

গণিত ও সাহিত্য।

দুই একজন গণিত-পক্ষপাতী ছাত্র নিউটনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মধুস্থদন সাহিত্য-সেবক, তিনি সেক্সপীয়া-রের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, "সেক্সপীয়ার চেষ্টা করিলে নিউ-টন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটন চেষ্টা করিলে কখনও সেক্সপীয়ার

* ইনি সম্রাট্ প্রথম নেপোলিয়নের ধ্বজা-বাহক ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

হইতে পারিতেন না।" এই কথার পর হইতে মধুসূদন যে গোপনে, গোপনে অঙ্ক কসিতে শিখিতেছিলেন, তাঁহার সহাধ্যায়িরা কেহ তাহা জানিতেন না। এক্ষণে রিজ্ সাহেবের প্রশ্নে অপর সকলকে অধোমুখ দেখিয়া, মধুসূদন অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিলেন। ভূদেব বাবু অল্পক্ষণ পরেই দেখিলেন, মধুসূদন অঙ্কটী কসিয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া রিজ্ সাহেবকে বলিলে, রিজ্ সাহেব, মধুসূদনকে স্কুলের বোর্ডে, সকলের সমক্ষে, অঙ্কটী কসিতে বলিলেন। মধুসূদন অতি সুন্দর প্রণালীক্রমে অঙ্কটী কসিয়া আসিলেন এবং ভূদেব বাবুর গা টিপিয়া, তিন মাস পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া, বলিলেন, "কেমন সেক্সপীয়ার চেষ্টা করিলে যে নিউটন হইতে পারিতেন, তাহা দেখিলে ত? কিন্তু আমার গণিত শেখা এই পর্য্যন্ত শেষ।"

ইংরাজী রচনার অভ্যাস।

অধ্যয়নাবস্থায় মধুসূদন যে কেবল একজন বহুগ্রন্থপাঠী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা নয়; কলেজের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী-লেখক ছাত্র বলিয়াও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী-রচনায় তাঁহার সমকক্ষ ছাত্র কলেজের মধ্যে অতি অল্পই ছিলেন। সভাসমিতিতে রচনা পাঠ করা এবং সংবাদ-পত্রে লেখা তখনকার ছাত্রদিগের মধ্যে বহুল প্রচলন ছিল। কি শিক্ষক, কি অভিভাবক, সকলেই ছাত্রদিগকে এ সম্বন্ধে উৎসাহদান করিতেন। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেরই কোন না কোন সংবাদপত্রের সহিত সম্বন্ধ ছিল। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা, সেরূপ সুযোগের অভাবে, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের অনুকরণে, হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচার দ্বারা গ্রন্থকার হইবার বাসনা চরিতার্থ করিতেন। মধুসূদনের হিন্দু কলেজের সহাধ্যায়ী, বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "আত্ম-জীবনচরিতে" লিখিয়াছেন, "হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমি

"হস্তযন্ত্রে" মুদ্রিত একটি সংবাদপত্র বাহির করিতাম। উহা সমস্ত হাতে লিখিয়া বাহির করিতাম। সংবাদপত্রে যেমন সংবাদ, সম্পাদকীয় উক্তি, প্রেরিতপত্র থাকিত, উহাতেও সেইরূপ দস্তুর মোতাবেক থাকিত। এই কাগজ চালাইতে আমার সহাধ্যায়িরা আমার সাহায্য করিতেন"। লেখক হইবার বাসনা সে সময়কার ছাত্রদিগের হৃদয়ে কিরূপ প্রবল ছিল, ইহা হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। রাজনারায়ণ বাবু ও তাঁহার হেয়ার স্কুলস্থ সহযোগীদিগের ন্যায় মধুসূদন ও তাঁহার হিন্দু-স্কুলস্থ সহাধ্যায়িগণও, একত্রে, এইরূপ একখানি হস্তলিখিত সংবাদপত্র প্রচার করিতেন। এই পত্রখানি তিন চার মাস চলিয়াছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন, নবীন লেখকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য, প্রতি সপ্তাহে, ইহা নিয়মমত পাঠ করিতেন। কিন্তু বালকবালিকার ধূলি-খেলার সংসার যেমন দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সংসারে পরিণত হয়, মধুসূদনের সেই বাল্যক্রীড়াও তেমনই, অল্পদিনের মধ্যে, প্রকৃত ব্যাপারে পরিণত হইল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একখানি সংবাদপত্রে লিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, এই সময়ে, রসিককৃষ্ণ মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। মধুসূদনের কোন সহাধ্যায়ী তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য, সংবাদ ইত্যাদি লিখিতেন। মধুসূদন, তাহা অবগত হইয়া, জ্ঞানান্বেষণে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার লিখনপ্রণালীতে প্রীত হইয়া, সম্পাদক তাঁহার লিখিত বিষয়গুলি, আহ্লাদ সহকারে, প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তদশবর্ষ বয়সে, হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে, মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে মধুসূদনের সম্বন্ধ আরব্ধ হইল।

প্রেমপ্রবণতা।

বিদ্যানুশীলনে অনুরাগের ন্যায় মধুসূদনের স্বাভাবিক প্রেমপ্রবণতা এবং পরদুঃখকাতরতাও, কলেজে অধ্যয়নাবস্থায়, তাঁহার প্রকৃতিতে সম্যক্ পরিস্ফুট

হইয়াছিল। রাজপথের রোরুদ্যমান ভিক্ষুক বালক ও দারিদ্র্যপীড়িত, সহাধ্যায়ী ছাত্র উভয়েরই অভাব মোচনে বালক মধুসূদন সমভাবে তৎপর ছিলেন। পিতা মাতার অনুগ্রহে তাঁহার অর্থাভাব ছিল না; বিপন্নের সেবায় ব্যয় করিয়া তিনি, অনেক সময়, পিতৃদত্ত অর্থের সার্থকতা করিতেন। কিন্তু দানশীলতা অপেক্ষা প্রেমপ্রবণতাই তাঁহার চরিত্রের সমধিক উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, তিনি যেমন প্রেমপ্রবণ ও স্নেহার্দ্র হৃদয় ছিলেন, অতি অল্প লোকই সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার সহাধ্যায়ী, সুপ্রসিদ্ধ "Travels of a Hindu" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা, বাবু ভোলানাথ চন্দ্র বলেন; "Modhu fully justified his name—he was all মধু—all that endeared one to another," বাল্যবন্ধুদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাল বাসিতেন। বালকমাত্রই পঠদ্দশায় বন্ধুতার জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু তাহার পর, সংসারে প্রবেশ করিয়া, বাল্যবন্ধুদিগের কথা আর স্মরণ করে না। এই জন্যই "বালকের বন্ধুতা" উপহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের বাল্যবন্ধুতার পরিণাম এরূপ হয় নাই। যে বন্ধুতা বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সকল অবস্থাতেই অবিকৃত থাকে, এবং বন্ধুদিগের দুই জনেরই মৃত্যু ভিন্ন যাহার অবসান হয় না, মধুসূদনের বাল্যবন্ধুতা, কিয়দংশে, সেই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল বলিয়া, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। যাঁহাদিগের

বাল্যবন্ধুগণ।

সহিত বাল্যাবস্থায় তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় বাবু গৌরদাস বসাকের ও বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। জীবনে বিভিন্ন পথের পথিক হইলেও ইহাঁদিগের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ লোপ পায় নাই। কলেজ পরিত্যাগের প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পরে ভূদেব বাবু, তাঁহাদিগের কৈশোর-সৌহার্দ্দ্যের প্রসঙ্গে, গৌরদাস বাবুকে যে পত্র

লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা হইতে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। এই উদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠক মধুসূদনের ও তাঁহার সুহৃদ্বর্গের বাল্য-প্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

"Believe me, dear Gour, it was but in jest that I brought the charge of forgetfulness against you. In truth, I find nothing of the kind. Those who have met in early youth, lived and conversed together in that time of life when our liquid hearts can so easily intermingle, must be to each other, for ever and always, great *ideas*. We and the friends of early youth, you have named, must be to each and all such *ideas*, whether we have continued our intercourse in after life or not.* To tell you the secret of my heart, I had rather not know much of these friends lest any passages of their after-life should have belied the promises of their youth. They are to me noble and ennobling ideas still, and as such I would wish them to continue to the end of my days. I should not like to have those early impressions changed. Modhu Soodon Dutta is to me the same Modhu still—the youth of high and noble aspirations, who would be nothing less than a poet of the highest class, and "astound the world one day with his fame"; I quote his own words of his college days."

ভক্তিভাজন ভূদেববাবুর নাম বঙ্গের কৃতবিদ্যমাত্রেরই সুপরিচিত; তাঁহার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। বাবু গৌরদাস বসাকের নামও সাধারণের অবিদিত নয়। ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বসাক বংশীয়। হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া, ইনি বহুদিন যোগ্যতার সহিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন; এবং কলিকাতার একজন অনারারী মাজিষ্ট্রেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আসিয়াটিক সোসাইটির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

ডিস্‌রেলী যথার্থই বলিয়াছেন, "মানুষ পূর্ণবয়সে যতই ভাল থাকুন, বাল্যবন্ধুতার উল্লাস অথবা অবসাদ কখনই প্রাপ্ত হইতে পারেন না। জীবনের কোন সুখ এমন ভাবে হৃদয় পূর্ণ করে না ; ঈর্ষ্যা অথবা নৈরাশ্যের কোন যন্ত্রণা এমন নিষ্পেষক অথবা মর্ম্মভেদী বলিয়া বোধ হয় না। বাল্যবন্ধুতায় যে মধুরতা, যে আত্মবিসর্জ্জন, পরস্পরের প্রতি যে অসীম বিশ্বাস, বিরহে যে তীব্রতা, এবং পুনর্ম্মিলনে যে দ্রবীভাব, অপর কোন বয়সের প্রণয়ে তাহা ঘটিবার নয়।" বাল্যবন্ধুতার নৈরাশ্যে কত হৃদয় যে নিষ্পিষ্ট এবং কত আশা যে বিশুষ্ক হইয়া যায়, তাহার সংখ্যা নাই। বাল্যবন্ধুতা হইতে অনেকের ভবিষ্যৎ জীবনেরও আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। লর্ড বায়রণ তাঁহার বাল্যবন্ধুতার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ; "My School friendships were with me passions." এই প্রেমপিপাসু বালক বায়রণের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রেমপিপাসু, বালক মধুসূদনেরও বাল্যবন্ধুতার আলোচনা করিলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

ছাত্রাবস্থায় লিখিত পত্র।

মধুসূদন পঠদ্দশায় তাঁহার শৈশবসুহৃদ বাবু গৌরদাস বসাককে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েকখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠক তাহা হইতে তাঁহার বাল্যপ্রেমের প্রগাঢ়তা, সাধারণ প্রকৃতি, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার ছাত্রাবস্থার অনেক ঘটনা অবগত হইতে পারিবেন। তাঁহার অধ্যয়নাসক্তি, উচ্চাভিলাষ, স্বেচ্ছাচারপ্রিয়তা এবং উদ্দাম ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দোষ, গুণ এই সকল পত্রে প্রতিভাত হইবে বলিয়া, আমরা তাহা আদ্যোপান্ত ও অবিকল উদ্ধৃত করিব। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, রিচার্ডসন সাহেব, সেই সময়, কিছু দিনের জন্য, বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কার (Kerr) সাহেব তাঁহার স্থলে কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোন কারণে

তিনি মধুসূদনকে তিরস্কার করিলে, প্রশ্রয়ে অভ্যস্ত মধুসূদন, অভিমানে, কলেজ ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। তাঁহার প্রথম পত্রের প্রারম্ভিক কয়েকটী পংক্তি তাহারই উল্লেখে লিখিত হইয়াছে।

প্রথম পত্র।

Khidirpur, 25h Nov. 1842.
NIGHT.

MY DEAR FRIEND,

I believe you recollect my once hinting to you of a resolution or rather desire of keeping away from college, during D. L. R's absence. * Now I have made up my mind to it, that is, I will not go to college until D. L. R's return, be it of whatever duration—I don't care. I have no great liking for any of my fellow collegians, except a few souls who love me, and whom I love;—and I hate the d—d fellow K—r! † This will do me no harm—none whatever—

---

* David Lester Richardson. D. L. R. এই অক্ষরত্রয় একসময়ে বঙ্গের কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের সুপরিচিত ও সমাদৃত ছিল।

† রচনাশক্তিতে রিচার্ডসনের সমকক্ষ না হইলেও ইনি (Mr. Kerr) একজন কৃতবিদ্য ও সহৃদয় শিক্ষক ছিলেন। ইনি প্রথমে মান্দ্রাজের Bishop Corrie's Grammar School নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করেন। তাহার পর হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিয়া ইনি Domestic Life of the Natives of India নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মান্দ্রাজের সুপরিচিতনামা, বহুভাষাবিদ্ রঙ্গনাদ শাস্ত্রী ইহাঁর নিকট পুত্রবৎ স্নেহে শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

৫৮-৫৯

গৌরদাস বসাক।

A fig for your scholastic fame,
Your Scholarships and Prizes :—

except one—a migh y one—that is it will deprive me of the pleasure of your company, of which I am passionately fond—as I am *of you*. This sounds like flattery, *but it is not so*. It is *truth*. There is not in this wide world a soul I prize so much as *thine* : you have in you all that is noble, generous, disinterested, tender, and w..at not ? God bless you, my lad ! Never did I dream of finding a heart so true, so susceptible of *true friendship* as yours, in this "deceitful world of ours". As long as I live,—in whatever climate may my Fates lead me, thou shalt be remembered, and that with the tenderest feelings of friendship ? When I go to England,—which period, I hope, is not very far—(next cold season)—I intend taking a picture of yours,—let it cost me whatever it will. I will sell my very clothes for it—a miniature picture of course. This is what I have been thinking of to-day ; I must do it. If circumstances allow, I intend taking one, even, before my departure for England. If you are acquainted with any artist,—native—English—let me know of it. I am resolved to possess a picture of thy *sweet* self. I am afraid I have written enough on this subject. Don't think it flattery—don't—don't—don't. Will you come to see thy poet here on Sunday next ? If you do, bring Moti with you : and let me know that I may be prepared, (poor as I am), to receive so *beautiful* a guest as yourself. But this is idle,—I know you won't—you have everything but *inclination* to honor my "humble

shed" with your handsome presence !!! This letter is already too long. However, let me write a few lines more.

My father is going to a noble friend of his to-morrow. We won't have the Jatra (যাত্রা). When you go to college, remember me to Moti and Madhub and Boncu,* if the beggars come to college. Don't forget. I am reading Tom Moor's Life of my favourite Byron—a splendid book upon my word ! Oh ! how should I like to see you write my "Life" if I happen to be great poet—which I am almost sure I shall be, if I can go to England.

Believe me, your most affectionate friend,
M, S. DUTT.

P. S. An answer shall be very, very, very pleasing, my Gour !

2nd S. P. I know here is nothing that deserves any reply, yet—write—write—write !!!

M. S. D.

দ্বিতীয় পত্র।

27th Nov. Night.

There !—I begin this with a critique on the pigmy letter you sent as an answer to the gigantic one I wrote you. You begin—"to stumble at the threshold is no good omen"—mind, you begin—I send you *the* "Shakes-

---

* মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ও বাল্যবন্ধুগণ।

peare." Had you been my pupil, Gour,—depend upon it—I would whip you to death or do something worse. "The article "The" (A, too) is never used before a proper noun"—&c. &c. Again, "The Moore's Poem" !!! Be careful for the future. "You like my letters"—eh ?—I'm flattered—very much flattered—and gratified—I have done with Tom's "Life of Byron."—The chapter, wherein the death of my noble favourite is detailed, drew forth tears from me rather in an abundant degree. But who the d—l can read that part of Tom (excellent fellow !) without shedding tears ? I send you the book and it is my particular desire,—(mind you must obey me, as I do you) *that you should read this book thro' at the expense of anything it might cost you.* It belongs to M. Here is a letter for him ; give it him when you see him at College. By the bye—how are you getting on, ye collegians ! H. C. is an earthly "Pandemonium" with his d—d Satanic majesty K—r at the head of its vile occupants ; (*you* and a few others excepted, of course). But to depart from this, are you coming to the M. I, * this evening ? An "ay—or nay" is all that I require for an answer. We will meet there. Pray answer the last question about going to M. I and

Believe, (as usual) Yours ever
M. S. DUTT.

P. S.—Send me Tom's "Byron's life" I can assure

---

* মেকানিকাল ইন্‌ষ্টিটিউসন, মধুসূদন এবং তাঁহার কোন কোন সহাধ্যায়ী ড্রয়িং শিক্ষার জন্য সেখানে যাইতেন।

you—it will well repay the trouble of a perusal. So interesting it is, that nothing can be pleasanter—at least *to me* than its pages;—full of every thing to make the reader—gay—sad—thoughtful and so forth.

P. S. 2nd. My resolution (of not going to college during D. L. R's absence) now and then gives way to the desire of going and enjoying *your company* there. But that is foolish—is n't it—eh ?—what do you say ?

P. S. 3rd. I intented to write you a short letter, as you are, so I opine, by this time, quite disgusted with my long ones ; but so Fate wills and let her will be done.

তৃতীয় পত্র।

মধুসূদনের কোন অসদৃশ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতা হইতে দেশে যাইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। এই পত্রখানি তৎসম্বন্ধে লিখিত—

Hindu College,

True,—too true, my dearest Gour ! The storm has, at last burst upon me ! I am ordered to depart from Town this very night, for our country-house. But oh ! where shall I go ? Had I had the power of opening my heart, I could then show you the state of my feelings ! Language cannot paint them ! To leave the friends I love,—particularly ONE,—(imagine, who that "one" could be) my poor heart cannot but break ! Well may I exclaim in the language of the poet,—

"Oh ! insupportable, oh ! heavy grief !"

I wish I could see you;—But oh ! that cannot be !—

I am not allowed ! dear, dear, Gour !—dearest friend ! do not forget me !

If I do not start to-night, I shall see you to-morrow at the college. As I am to embark at Balliaghata, I shall once step into the college when I go there. Your Byron shall be sent to-morrow with the fatal letter to Mr. Kerr. Farewell ! I don't know when I shall return from our country-house. When you go to the Mechanic's give my compliments to Harris. "FAREWELL FOREVER;"

KHIDIRPUR, *7th August, 1842* *Sunday.*	I remain as I have been Dearest Gour, your ever obed't and devoted,but unfortunate friend

M. S. DUTT.

P. S. The accompanying copy of "Forget me not" is a present to you. I had no time to get it bound. Pray get it bound yourself for my sake. This is a token of the unfortunate giver's respect, esteem and love.

M S. DUTT.

চতুর্থ পত্র।

মধুসূদন, তাঁহার পিতার সঙ্গে, তাঁহার কোন পিতৃবন্ধুকে দেখিবার জন্য, মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকে গিয়াছিলেন ; নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি তমলুক হইতে লিখিত। মধুসূদন, ইহাতে তাঁহার কতকগুলি কবিতা Blackwood's Magazine নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় পত্রিকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সকল কবিতা তিনি মহাকবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রেরিত কবিতাগুলি ব্লাকউড-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, আমরা তাহা

অবগত নহি। কিন্তু প্রকাশিত হউক, বা না হউক, অষ্টাদশবর্ষীয় বালকের হৃদয়ে কিরূপ উচ্চাভিলায ছিল, উক্ত পত্রিকায় কবিতা-প্রেরণ হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

I have not seen you for a long time ;—long time, I say, it is ;—and perhaps will not have the pleasure (oh ! it is something more exquisite than the vulgar word "pleasure") of seeing you for some days more. I am going away, not to Jessore, man, but to a noble friend of my father's—the Rajah of Tumlook. Wednesday last I did go to the Mechanics—not to learn Drawing, "Oh ! no ! 'twas for something more exquisite still !" that is to see you—but the door was shut. By the bye —I have not yet received the "Gleaner." The beggar Carrey hasn't sent it to me tho' I have written to him. I write to him to-day again. Have you received the "Blossom ?" * I haven't, Pray, send it to me. Good Heavens ? What a thing have I forgotten to inform you of ! I have sent my poems to the Editor of the Blackwood's Tuesday last. I haven't dedicated them to you, as I intented, but to William Wordsworth, the Poet. My dedication runs thus :—

"These Poems are most respectfully dedicated to William Wordsworth Esquire, the Poet, by a foreign admirer of his genius—the author."

Oh ! to what a painful state have I committed myself. Now I think the Editor will receive them graciously ; now I think he will reject them.

---

* Gleaner এবং Blossom সে সময়কার দুইখানি সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা। মধুসূদন এই দুই পত্রিকায়, মধ্যে মধ্যে, কবিতা লিখিতেন।

Shall I see you at the Mechanic's to-morrow? O! come for my sake! By the bye!—dull fellow! stupid creature! thou hast forgotten thy promise of honouring my poor cot with the sacred dust of your feet. When will you do that? If you do not do it, my last calling on at yours would be the last.

পঞ্চম পত্র।

TOMLOOK
Friday.

MY DEAR FRIEND,

Last Friday I wrote you a letter which, I believe, has reached you by this time. That letter was written in the greatest haste imaginable. I recollect to have written you in that letter that "I will start to-night" but I have not: nor do I think I shall be able to do so in the course of a few days more. I know our school recommences to-morrow; but I have no power to fly to Calcutta. Now I do curse the moment in which I gave way to the desire of accompanying my father to this nasty place. I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow; but, Gour, there's one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for "England's glorious shore." The sea from this place is not very far: what a number of ships have I seen going to England! But to depart from this subject, it is always a very awkward task to write to persons from whom we receive no answer. And why is

the task awkward ? Because the writer may not know whether the person he writes to, is vexed at his writing or pleased. Well I do not—nay, Gour Dass, I cannot give way to such an idle fear that you are vexed with me for this constant scribbling. If you are, for charity's sake, keep it concealed. Do not write to me for I am uncertain of my stay here. Believe me as happy as I can be at so great a distance from you, and that I am

TUMLOOK
SUNDAY.

Truly yours
DUTT

P. S. Excuse if I have made any mistakes, I cannot peruse what I have written for want of time.

M. S. DUTT.

ষষ্ঠ পত্র।

TUMLOOK
28th Octo. 1842.

MY DEAR GOUR DASS,

Do you receive the letters I write you ?—'pon my word,—a most tormenting,—torturing—excruciating uncertainty it is. You have no fault ; I myself always prevent you to write to me. If you continue the same sort of thing I left you, that is if some grand revolution of sentiments and feelings has not taken place in you,—I need not trouble myself with the idle fear that you are vexed at my constant scribbling. But to depart from this subject, I am sorry to inform you, that the

little English I had, is, by this time, gone by half, and my little talent at versifing is also gone. Know, then, that I attempted lately to write some verses on a certain subject, but could not write a single line in about four hours. I have either left my Muse with you or she is *no more.* Don't think my "Day is over" I believe the Muse disdains to "repair" to such a place as I am writing from *i. e.* Tomlook. But when I go to Calcutta I will drown you in Poetry. This, I hope, is the last letter you shall have from Tomlook. We start either to-night or to-morrow. Well, Monday next at the College we will meet. Be sure of that, as well as that I continue truly, eternally, and most

affectionately yours

M. S. DUTT.

বায়রণ ও মধুসূদন।

পাঠক এই সকল পত্র হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, লর্ড বায়রণ তাঁহার যে বাল্যানুরাগকে passion বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, মধুসূদনের বাল্য-প্রেম প্রগাঢ়তায় তাহার অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাঁহার বাল্য-প্রেমের পরিচায়ক অনেকগুলি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া, আর কোন পত্র উদ্ধৃত করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না। তাঁহার একখানি পত্র হইতে কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত হইল। তিনি গৌরদাস বাবুকে লিখিয়াছিলেন, My heart beats when the thought that *you* are my friend, comes into my mind! You say you will honour my place—or "palace" (as you kindly designate my cottage) with your "Royal presence." Your presence, Gour Dass, is something more than Royal.

Oh! it is *Angelic*! oh! no! it is something *more exquisite* still! যে হৃদয়, প্রিয়তমের একখানি প্রতিমূর্ত্তির জন্য, পরিধেয় বসন পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে প্রস্তুত; যাহা, প্রণয়াস্পদকে ছাড়িয়া, জন্মভূমির ক্রোড়ে গিয়াও শান্তি প্রাপ্ত হয় না, এবং যাহা প্রিয়তমকে রাজারূপে—দেবতারূপে বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া আরও কিছু উচ্চতর বিশেষণে বিশেষিত করিবার জন্য ব্যাকুল; তাহার প্রেম-পিপাসা কিরূপ তীব্র তাহার ব্যাখ্যান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রেম-পিপাসা, ভবিষ্যতে অসংযত আকারে, মধুসূদনের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল বলিয়া, তৎসম্বন্ধীয় দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। স্বাভাবিক কোমলতার ও প্রেম-পিপাসার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার সংযোগে কবিদিগের মধ্যে লর্ড বায়রণের জীবনই মধুসূদনের জীবনের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা তুলনীয়। উভয়ের বাল্য-বন্ধুতার আলোচনা করিলে, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। একবার একটী বয়োজ্যেষ্ঠ, দুর্দ্দান্ত বালক বায়রণের কোন শৈশব-সুহৃদকে বেত্রাঘাত করিতেছিল। শারীরিক বলে ইহার প্রতি-বিধান করিবার শক্তি বায়রণের ছিল না। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে প্রহার-কারী বালকের নিকট যাইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি আমার বন্ধুকে আর প্রহার করিও না। ইহাকে আর যে কয়বার বেত্রাঘাত করিতে তোমার ইচ্ছা, তাহা আমাকেই কর।" এই প্রেম-পিপাসু, সরলহৃদয় বালকের পরিণাম চিন্তা করিলে, কে অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারেন? বালক মধুসূদনেরও শৈশব-সৌহার্দ্দ্য সম্বন্ধে একটী ঘটনা বলিতেছি;—মধুসূদন একদিন শুনিলেন, তাঁহার প্রিয় সুহৃদ, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অর্থাভাবে হিন্দুকলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন "ভাই, তুমি টাকার জন্য কলেজ ছাড়িবে? তাহা কখনই হইবে না। তোমার মা, আর আমার মা ভিন্ন নন। আমার মা আমার খরচের জন্য এত টাকা দেন; আর আমার আর এক

মায়ের ছেলে, তুমি, টাকার অভাবে কলেজ ছাড়িবে! তাহা কখনই হইবে না।” নদী যখন পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হয়, তখন তাহাতে আবিলতা থাকে না। কিন্তু যতই পৃথিবীর ধূলির ও পঙ্কের সহিত তাহার সংস্পর্শ হইতে থাকে, ততই তাহা কলুষিত আকার ধারণ করে। লর্ড বায়রণের বা মধুসূদনের, কাহারও প্রেমে, প্রথমে, আবিলতা ছিল না। কিন্তু যৌবনের পদার্পণে অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসার সঙ্গে ভোগাসক্তি ও রূপ-লালসা আসিয়া উভয়কে গ্রাস করিল। উভয়েরই সর্ব্বনাশ হইল। সেই অবধি দুই জনেই, প্রণয়ের নামে, নিজ নিজ জীবন ইন্দ্রিয়-সেবা-তেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরিতৃপ্তি কাহারও ভাগ্যে মিলে নাই। মধুসূদন ভগ্নহৃদয়ে আত্ম-বিলাপ লিখিয়াছিলেন;—পৃথিবীর প্রেম, যশ, অর্থ, কিছুই তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই;—না জানিয়া, না শুনিয়া, তিনি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন মাত্র। আর লর্ড বায়রণ,—তাঁহার সমস্ত জীবন, সমস্ত কাব্য কেবলই নিরাশা-জনিত আর্ত্তনাদে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ম্যানফ্রেডের প্রথম অঙ্কে তিনি লিখিয়াছিলেন;—

Philosophy and science and the springs
Of wonder, and the wisdom of the world,
I have essay'd, and in my mind there is
A power to make these subject to itself—
But they avail not : I have done men good,
And I have met with good even among men—
But this avail'd not : I have had my foes,
And none have baffled, many fallen before me—
But this avail'd not.

পাঠক, ইহার সঙ্গে মধুসূদনের আত্মবিলাপ তুলনা করুন;—দেখি-বেন, উভয়ই কিরূপ অতৃপ্ত হৃদয়ের আর্ত্তনাদে ও নিরাশার মর্ম্মভেদী

ক্রন্দনে পূর্ণ। উভয় লেখকেরই কি যেন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই ;—কি যেন অভাব, কি যেন মর্ম্মভেদী সন্তাপ, উভয়েরই হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহাদের উভয়েরই জীবনকে অশান্তিতে পরিপূর্ণ করিয়াছিল। পরিতৃপ্তি যে ভোগসুখে নয়—ভোগবাসনার দমনে, এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়—কঠোর আত্মসংযমে, বায়রণ অথবা মধুসূদন কেহই তাহা জানিতেন না ; পরিতৃপ্তি তাঁহাদিগের ভাগ্যে মিলিবে কেন ? উদ্দাম লালসা থাকিবে, অথচ পরিতৃপ্তি মিলিবে না, এ অবস্থায় মনুষ্যের পরিণাম যে কি হয়, মধুসূদন ও বায়রণ দুই জনেই তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

আত্মসংযমের ও সুনীতির অভাব।

মধুসূদনের শিক্ষাবস্থা সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াও তিনি যে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই, তাঁহার চরিত্রে আত্মসংযমের ও সুনীতি-পরায়ণতার অভাবই তাহার প্রধান কারণ। এই দুইয়ের অভাবে, দেব-প্রতিভায় সমুজ্জ্বল হইয়াও, তিনি আত্মজীবন দুঃখময় ও কলঙ্কময় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বনাশের বীজ পঠদশাতেই তাঁহার চরিত্রে উপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ওকালতী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং মধুসূদনের অর্থাভাব ছিল না। একমাত্র সন্তান বলিয়া তাঁহার জননী, তাঁহাকে ব্যয়ের জন্য, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ দিতেন। সুতরাং মধুসূদন বেশভূষায় ও ব্যয় সম্বন্ধে কলেজের লক্ষপতির সন্তানদিগেরই ন্যায় চলিতেন। হিন্দুকলেজ, প্রধানতঃ, ধনিসন্তানদিগেরই জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনবান্ পরিবারের বালকেরা তথায় অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং বিলাসপ্রিয়তা হিন্দু-কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে বড়ই সাধারণ ছিল। এই বিলাসপ্রিয়তা সম্বন্ধে মধুসূদন আবার অপর সকলের অগ্রবর্ত্তী

ছিলেন। নিত্য নূতন, নূতন পরিচ্ছদ এবং নূতন প্রকার গন্ধদ্রব্য না হইলে তাঁহার পরিতৃপ্তি হইত না। অতি অকিঞ্চিৎকর কার্য্যেও তিনি, সময়ে সময়ে, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার একদিনের ব্যবহার হইতে পাঠক তাঁহার প্রকৃতি অনুমান করিতে পারিবেন। একদিন সাহেব-ক্ষৌরকারের দোকান হইতে চুল ছাঁটিয়া আসিয়া মধুসূদন সহাধ্যায়ীদিগকে বলিলেন; "দেখ, আমার চুল ছাঁটা কেমন সুন্দর হইয়াছে, আমি ইহার জন্য এক মোহর দিয়াছি"। কিন্তু এই বিলাস-প্রিয়তা অপেক্ষা গুরুতর আরও কোন কোন দোষ, এই সময়ে, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল।

কদাচার ও কদভ্যাস।

কুসঙ্গে পতিত হইয়া, এবং কুদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া, তিনি, ছাত্রাবস্থাতেই, মদ্যপানে আসক্ত হইয়াছিলেন। ডিরোজিয়োর ছাত্রগণের মধ্যে পান-দোষ ও হিন্দুধর্ম্ম-নিষিদ্ধ দ্রব্যভক্ষণে অনুরাগ কিরূপ প্রবল ছিল, আমরা পূর্ব্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি। মধুসূদনের সময়ে যদিও তাহা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল, তথাপি কলেজের অনেক ছাত্র, তখনও, মদ্যপান সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন। মধুসূদন ইঁহাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী ও সহাধ্যায়ী বাবু রাজনারায়ণ বসু, তাঁহার আত্মজীবন-চরিতে, এই সময়কার প্রসঙ্গে, লিখিয়াছেন ; "তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। আমি এবং আমার কতকগুলি সহচর, একত্র হইয়া, গোলদিঘীতে বসিয়া মদ খাইতাম। এখন যেখানে সেনেট হাউস্ হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শীক-কাবাবের দোকান ছিল। আমরা গোলদিঘীর রেল টপ্‌কাইয়া, (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) ঐ কাবাব কিনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া, সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম"। সমা-